ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 3 July, 2023 ■ আগরতলা ৩ জুলাই ২০২৩ ইং ■ ১৭ আষাঢ় ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

## খার্চি মেলা

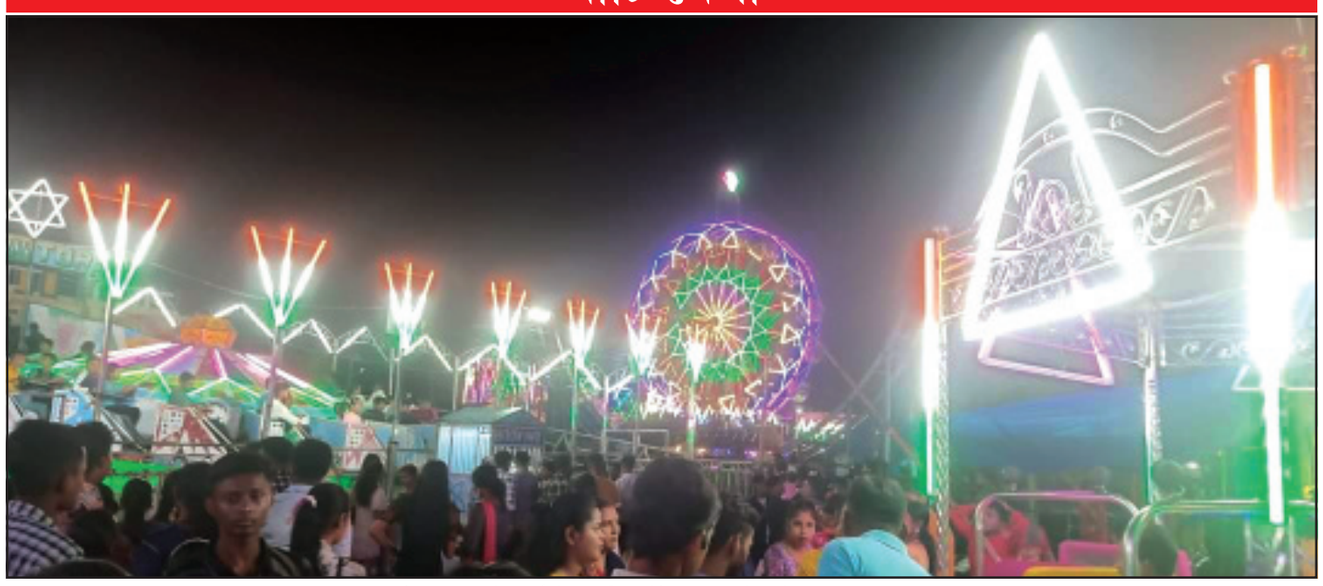

খয়েরপুরে চতুর্দশ দেবতা মন্দিরে ঐতিহ্যবাহী খার্চি মেলার অন্তিম দিনে ব্যাপক লোকসমাগন হয়েছে।

# মণিপুরে কুকি জঙ্গিদের নির্বিচার গুলিতে নিহত তিন, বাড়ি-ঘরে আগুন

**ইমফল, ২ জুলাই (হি.স.)।।** হিংসা থামার কোনও লক্ষণ নেই। নতুন করে কুকি জঙ্গিদের গুলি হামলায় নিহত হয়েছেন তিন মেইতেই সম্প্রদায়ের নাগরিক। আহত হয়েছেন আরও কয়েকজন। ঘটনা গতকাল মধ্যরাত প্রায় ১২টা ১০ মিনিট নাগাদ মণিপুরের বিষ্ণুপুর জেলার কুমরি বিধানসভা এলাকার খুজুমাতাবি গ্রামে সংগঠিত হয়েছে।

আজ পুলিশ সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় এলাকায় অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। অন্য এক সূত্রের খবর, সুবিচারের দাবিতে তিনটি মৃতদেহ রাজধানী ইমফলে আনার পরিকল্পনা করছেন গ্রামবাসীরা।

সূত্রের খবর, মেইতেই গ্রামের বিক্ষুব্ধ মানুষ পাল্টা গুলি চালিয়েছেন। পার্শবর্তী ডুম্পি কুকি গ্রামে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন মেইতেইরা। তবে কোনও হতাহতের খবর নেই। কারণ, কুকি অধ্যুষিত গ্রামের মানুষ আগে থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে চলমান গোষ্ঠী সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে নিহতরা গ্রামে পাহারা দিচ্ছিলেন। কিন্তু মধ্যরাত প্রায় ১২:১০ মিনিট নাগাদ আচমকা কুকি দুর্বৃত্তরা মেইতেই গ্রামে হামলা করে নির্বাচারে গুলি বর্ষণ করতে থাকে।গত ৩ মে থেকে শুরু হওয়া সংঘর্ষে এ পর্যন্ত শতাধিক মানুষ নিহত ও বহু মানুষ আহত হয়েছেন। হামলাকারীরা গ্রামের নিরাপত্তায় ব্যবহৃত দুটি বন্দুকও ছিনিয়ে নিয়েছে।

আইন-শৃঙ্খলার কিছুটা উন্নতি হওয়ায় মণিপুরের ইমফল পশ্চিমে ১৩ ঘণ্টার জন্য শিথিল করা হয়েছে কারফিউ।অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এন জনসন মেইতেই এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলেছেন, গত ৩ মে রাজ্যে সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার খাতিরে সিআরপিসির ১৪৪ ধারার অধীনে কারফিউ জারি করা হয়েছিল।

কিন্তু পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় ইমফল পশ্চিম জেলায় ১৩ ঘণ্টার জন্য কারফিউ শিথিল করা হয়েছে।বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২ জুলাই, রবিবার সন্ধ্যা ০৬:০০টা থেকে ইমফল পশ্চিম জেলার সমস্ত এলাকা সাধারণ জনগণের চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছে। জারিকৃত বিজ্ঞপ্তিতে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এন জনসন মেইতেই আরও জানান, মানুষ যাতে ওষুধ, খাদ্য সামগ্রী সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য কিনতে পারেন, সেজন্য কারফিউ শিথিল করা হয়েছে। এদিকে রাজ্যের মানুষ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সফর প্রত্যাশা করে বসে আছেন বলে খবর।

## কৈলাসহরে জলে ডুবে মহিলার মৃত্যু

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই।।** জলে ডুবে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হল এক মহিলার। ঘটনাটি ঘটে কৈলাসহরের চন্ডীপুর ব্লকের রাংরুং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। ঘটনার বিবরনে জানা যায়, রাংরুং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা কৌশলা গোয়ালার বয়স আনুমানিক ৪০বছর।

রবিবার সকালে এলাকারই একটি পুকুরে স্নান করতে যান। কিন্তু একটু পরে দেখা যায় কৌশলা গোয়ালার কাপড় পুকুরের পাড়ে রয়েছে অথচ কৌশলা গোয়ালা নেই। শুরু হয় খোঁজাখুঁজি। খবর দেওয়া হয় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে। অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মী ও স্থানীয়রা পুকুরের জল থেকে কৌশলা গোয়ালাকে উদ্ধার করে জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু চিকিৎসা শুরুর ১০মিনিটের মাথায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পরেন কৌশলা।

কৌশলার নিকট আত্মীয়দের কাছ থেকে জানা যায়, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## নালা বন্ধ করে দিয়েছে মাতব্বর ইচারবিলের ১২টি পরিবার বানভাসী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২ জুলাই।।** তেলিয়ামুড়ার ইচারবিল এলাকায় সামান্য বৃষ্টিতেই ১২টি পরিবারের বসতঘর জলমগ্ন! জল নিষ্কাশনে ড্রেন মাঠে ফেলে বন্ধ করে দেওয়ার ফলশ্রুতিতেই এই দুর্গতি বলে অভিযোগ।

তেলিয়ামুড়ার জগন্নাথ বাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ইচারবিল এলাকার লোকজন অভিযোগ করে জানান,ভারী বর্ষন এর ফলে জগন্নাথ বাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ইচারবিল এলাকায় ১২ টি পরিবারের বাড়িঘর ও তাদের জীবন সামগ্রী ভাসছে বানের জলে। তাদের অভিযোগ যে, সংশ্লিষ্ট এলাকার জল পারাপারের জন্য যে মূল নালাটি রয়েছে সেটিকে নিজের প্রভাব খাটিয়ে মাটি ফেলে বন্ধ করে দেয় দিলীপ চৌধুরী নামে এলাকার এক মাতব্বর। ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকা থেকে জল পারাপার সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ হয়ে যায়।

ফলে বর্ষার জলে জলমগ্ন হয়ে যায় এলাকার ১২টি পরিবারের বসত ঘর সহ তাদের সামগ্রী। তাদের বসত ঘরেও বৃষ্টির জল প্রবেশ করে এবং ঘরে থাকা প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র জলের তলায় চলে যায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

## চাকরীর দাবীতে আন্দোলনে নামছেন বেকার ফার্মাসিস্টরা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই।।** অবিলম্বে বেকার ফার্মাসিস্টদের নিয়োগের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে রাজ্য সরকারের কাছে জোরালো দাবি জানিয়েছেন বেকার ফার্মাসিস্টরা। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে দুইবার বিজ্ঞাপন দিয়েও এখনো ইন্টারভিউ না নেওয়াই ক্ষুব্ধ আনএমপ্লয়েড ফার্মাসিস্ট যুবক যুবতীরা।

তারা ইন্টারভিউ গ্রহণ এবং নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বেকার ফার্মাসিস্টরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি জানিয়েছেন। রবিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিকট তারা এই দাবি জানিয়েছেন। বেকার ফার্মেসিস্ট যুবক যুবতীরা বলেন যদি রাজ্য সরকার তাদের এই বিষয় নিয়ে কোন সদুত্তর না দেয় তাহলে আন্দোলনের পথ বেছে নেওয়া হবে।

রাজ্যের হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে ফার্মাসিস্টের বহু পদ খালি পড়ে রয়েছে বলেও তারা দাবি করেন। ফার্মাসিস্ট এর অভাবে স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে পরিষেবা বিঘ্নিত হচ্ছে বলেও তারা জানান। জনস্বার্থেই ফার্মাসিস্ট নিয়োগ জরুরী বলে তারা মনে করেন।

## শ্রীপুরে নাশকতার আগুনে পুড়ল গাড়ি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২ জুলাই।।** বিলোনিয়া মহকুমার ঋষ্যমুখ ব্লক এলাকায় শ্রীপুর গ্রামে গভীর রাতে এক ব্যাক্তির একটি গাড়ি আগুনে পুড়ে যায়। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। এই নিয়ে থানায় অভিযোগ করা হয়েছে।

শনিবার রাতে অন্যান্য দিনের মতো নিজ বাড়ি শ্রীপুরে সুদীপ বিশ্বাস এর গাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায় অভিযোগ সুদীপ বিশ্বাস খাওয়া-দাওয়া সেরে রাতে পরিবার সমেত ঘুমিয়ে যায়। রাত প্রায় ১টা নাগাদ ঘুম ভাঙলে সুদীপ বিশ্বাস দেখতে পায় বাড়ির উঠানে রাখা ওনার ছোট গাড়িটি আগুনে জ্বলছে। শুরু হয় চিৎকার ছুটে আসে আশপাশের লোকজন খবর দেওয়া হয় অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে ছুটে আসে পুলিশ এরই মধ্যে সুদীপ বিশ্বাসের গাড়িটি আগুনে পুড়ে যায়। কে বা কাহারা, এই কাজের সঙ্গে যুক্ত এই বিষয়ে কিছুই বলা যাচ্ছে না পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে, গভীর রাতে বাড়ির উঠানে থাকা গাড়িতে আগুন লাগার ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

## বিদ্যুৎ নিগমের গাড়ির সাথে সংঘর্ষে গুরুতর স্কুটি চালক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই।।** রাজধানী আগরতলা শহরের লালবাহাদুর চৌমুহন এ এলাকায় বিদ্যুৎ নিগমের গাড়ির সঙ্গে স্কুটির মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতরভাবে আহত হয়েছে স্কুটি চালক। পথ দুর্ঘটনা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। রবিবার লালবাহাদুর চৌমুহনী এলাকায় বিদ্যুৎ নিগমের একটি গাড়ির সঙ্গে বিপরীতমুখী একটি স্কুটির সংঘর্ষে স্কুটি চালক গুরুতর পাবে আহত হয়েছেন। আহত স্কুটি চালকের নাম নবীন দেববর্মা। বাড়ি ভগবান ঠাকুর চৌমহনী এলাকায়। তার একটি পা ভেঙ্গে গেছে। দুর্ঘটনার পরপরই স্থানীয় লোকজনরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এবং খবর পাঠানো হয় দমকল বাহিনীকে। দমকল বাহিনীর জোয়ানরা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আহত যুবককে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যায়। দুর্ঘটনায় স্কুটি ও গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। চালকদের দ্রুতগামীতা ও অসাবধানতার কারণে ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানা গেছে।

## গার্হস্থ্য হিংসা ও সমাজের নানা অবক্ষয় রোধে সকলকে একসাথে কাজ করতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই।।** রাজ্যে ক্লাব সংস্কৃতির এখন পরিবর্তন হয়েছে। ক্লাবগুলি এখন রক্তদান, যোগা, বিভিন্ন সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠান ও খেলাধূলার আয়োজন করছে। সমাজ থেকে নেশা ও গার্হস্থ্য হিংসা দূর করে সমাজকে নতুন রূপে গড়ে তুলতে ক্লাবগুলি উদ্যোগ নিয়েছে। ক্লাবগুলির এই উদ্যোগ আজ সমাজের চেহারাই পাল্টে দিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আজ জয়নগরস্থিত যুব সমাজ ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবির এবং রবীন্দ্র-নজরুল জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথা বলেন। যুব সমাজ ক্লাবের এই উদ্যোগের প্রশংসা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবার সম্পসারণ ও উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়তে রাজ্যের বিভিন্ন ক্লাব, সামাজিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানকে আরও অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। গার্হস্থ্য হিংসা ও সমাজের নানা অবক্ষয় রোধে সকলকে একসাথে মিলে কাজ করতে হবে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রক্তদানের চেয়ে বড় দান আর কিছু হতে পারে না। সমাজে যত দান আছে তার মধ্যে রক্তদান সর্বশ্রেষ্ঠ। একজন রক্তদাতার রক্তে ৩ থেকে ৪ জন রোগীর প্রাণ বাঁচে। রাজ্যে বর্তমানে১২টি সরকারি ও ২টি বেসরকারি ব্লাড ব্যাংক রয়েছে। বর্তমানে

ব্লাড ব্যাংকগুলিতে প্রায় ৪২ হাজার ইউনিট রক্ত মজত রয়েছে। রাজ্যে ২টি মেডিক্যাল কলেজ রয়েছে। ত্রিপুরা ডেন্টাল কলেজ এবছর থেকে শুরু হচ্ছে। হোমিওপ্যাথিক ও আয়ুর্বেদিক মেডিক্যাল কলেজ চালু করার জন্য সরকার চিন্তাভাবনা করছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি আগরতলা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## কুমারঘাটে বিস্তর নেশা সামগ্রী উদ্ধার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই।।** বহিঃরাজ্যে গাঁজা পাচার ভেস্তে দিলো পুলিশ। কুমারঘাট থানার পুলিশ বেত ছড়া এলাকায় একটি লরি আটক করে প্রচুর পরিমাণ শুকনো গাজা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।। উদ্ধার বিপুল পরিমান শুকনো গাঁজা। রবিবার প্রায় দুই কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকার মাদক উদ্ধার করে সাফল্য দেখিয়েছে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

### সংশোধনী

রবিবার জাগরণ এর প্রথম পাতায় 'প্রধানমন্ত্রী মাদীর নয় বছরের কার্যকাল দেশের জন্য কালো শাসনকাল, তোপ পিসিসি সভাপতির 'এই শিরোনামটিতে প্রধানমন্ত্রী মাদীর পরিবর্তে পড়তে হবে প্রধানমন্ত্রী মোদীর। অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

## খার্চি মেলায় অন্তিম দিনে জনজোয়ার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই।।** জনজোয়ারের মধ্য দিয়ে রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী খার্চি উৎসব শেষ হলো রবিবার। এদিন রাত জেগে ছিল অগণিত মানুষ। প্রকৃতি অনুকূলে থাকায় খার্চির শেষ দিনে উৎসবমুখর মানুষের আনন্দ উচ্ছ্বাসের মহামিলনের পূণ্যভূমি হয়ে উঠেছিল চতুর্দশ দেবতা মন্দির। কালো মাথার সারি সারি স্রোত বইতে লাগলো পুরাতন হাবেলিকে ঘিরে। সকাল থেকেই দূরদূরান্ত থেকে মানুষ আসতে শুরু করে চতুর্দশ দেবতা বাড়িতে। সন্ধ্যার পর মানুষের আছড়ে পড়া ঢেউ বইতে লাগলো। বাঁধভাঙ্গা আবেগ উচ্ছাসে শান্তিপূর্ণভাবেই শেষ হলো এই বছরের খার্চি উৎসব। সাত দিনব্যাপী এই উৎসব ও মেলার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক।

খার্চি উৎসব রাজ্যের জাতি জনজাতি সম্পদায়ের ঐক্য ও সংহতিকে আরও সুদৃঢ় করে। সমৃদ্ধ করে আমাদের ক'ষ্টি ও সংস্ক'তিকে। আজ ঐতিহ্যবাহী খার্চি উৎসব ও প্রদর্শনীর সমাপ্তি অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ণ প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক একথা বলেন। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে তিনি আরও বলেন, দেখতে দেখতে ৭দিন কেটে গেল। খার্চি উৎসবের আনন্দ শেষ হয়ে গেলেও আমরা আগামী বছরের অপেক্ষায় থাকব। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, খার্চি উৎসবের আলোয় আমাদের পারস্পরিক মেলবন্ধনও সুদৃঢ় হয়। নানা ভাষা ক'ষ্টি ও সংস্ক'তির মানুষ এখানে মিলিত হন। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীও আমাদের সমগ্র দেশকে সাংস্ক'তিক ঐক্যের সুরে বাঁধতে চান। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শুধু আমাদের দেশ নয় সমগ্র বিশ্বকেও এক সুরে বাঁধতে চান।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বলেন, খার্চি উৎসব আমাদের রাজ্যের জাতি জনজাতি সম্পদায়ের ক'ষ্টি ও সংস্ক'তির মিলন উৎসব। এই উৎসবের মধ্য দিয়ে সংস্ক'তির বিকাশ যেমন হয় তেমনি মেলাকে কেন্দ্র করে রোজগারের সুযোগ ঘটে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিশেষ অতিথি সমাজসেবী রাজীব ভ-াচার্য। ধন্যবাদ 'াপন করেন খার্চি উৎসব কমিটির চেয়ারম্যান বিধায়ক রতন চক্রবর্তী ও খার্চি উৎসব কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান পুরাতন আগরতলা প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ শীল। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন ও সমাজসেবী অমিত কুমার নন্দী। অনুষ্ঠানে দিব্যাঙ্গ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা ও সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তাছাড়াও তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তর এবং রাজস্ব দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্ক'ত করা হয়। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ঐতিহ্যবাহী খার্চি উৎসব ও প্রদর্শনী উপলক্ষে অংশগ্রহণকারী প্রদর্শনী স্টলগুলিকে পুরস্ক'ত করা হয়।

তবে খার্চির শুরুতেই মেঘা সুরের দাপটে ম্লান হয়ে গিয়েছিল উৎসবের সুর। ধীরে ধীরে আবার ছন্দে ফিরে আসে। শেষ দিন প্রকৃতি তার কালো রূপ বদলে নেয়। ঝলমলে আকাশ , গুরু পূর্ণিমার চাঁদ মাথায় নিয়েই মানুষ ছুটে চলে খয়েরপুরের চতুর্দশ দেবতা বাড়ির উদ্দেশ্যে। আসাম আগরতলা রোড থেকে শুরু করে মন্দির প্রাঙ্গণ পর্যন্ত শুধু কালো মাথার ঢেউ। একই অবস্থা মন্দিরে আসা অন্য রাস্তা গুলিতে। ছুটির দিন থাকায় মানুষ খুশির মেজাজে উৎসব উপভোগ করে নিজের মতো করে। যানবাহনের দাপাদাপি মানুষের চলার পথকে কিছুটা হলেও অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছিল। যানবাহনের ভাড়াও অন্যদিনের তুলনায় ছিল অনেক বেশি। জনপ্রতি ৫০ টাকা করে যাত্রী পরিষেবা কাজটা করেছিল অটোরিকশা কিংবা টটো। ঘন ঘন যানজটে নাজেহাল হতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ২৫৮ ▫ ৩ জুলাই ২০২৩ ইং ▫ ১৭ আষাঢ় ▫ সোমবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

# মোদির আমলেই সুরক্ষিত সংখ্যালঘুরা !

সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের জনগণকে নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির টানা হ্যাচরা যেন নিত্যদিনের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভোটব্যাঙ্ক স্ফীত করাই এর মূল উদ্দেশ্য। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারকে হিন্দুত্ববাদী বলিয়া অনেক রাজনৈতিক দল আখ্যায়িত করলেও এই তকমা খারিজ করিবার জন্য বিজেপির প্রচেষ্টার কোন ঘাটতি নাই। সংখ্যালঘু জনগনের কল্যাণ সাধন করিবার মধ্য দিয়াই বিরোধীদের যোগ্য জবাব দেবার চেষ্টা চালাইতেছে কেন্দ্রের বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার। নানা সমীক্ষার মধ্য দিয়া তাহার প্রমাণ মিলিতেছে। নির্বাচনে জয় পরাজয়ের ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু ভোট নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করিতেছে বিভিন্ন রাজ্যে। বিষয়টি সঠিকভাবে অনুধাবন করিতে পারিতেছে বিজেপি সহ প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল। সেই কারণেই সংখ্যালঘুদের নিয়া মায়া কান্নার কোন খামতি রাখিতে চাহিতেছে না কোন রাজনৈতিক দল। বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকারের গত নয় বছরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়নে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে। বিভিন্ন রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনগণ ইহার সুফল ভোগ করিতেছেন। শিক্ষা চাকুরী সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের জন্য বাড়তি সুবিধা প্রদান করিতেছে সরকার।

সংখ্যালঘুদের সুযোগ-সুবিধার দিকে বেশি করিয়া নজর দেওয়া জরুরি। দলমত নির্বিশেষে প্রায় সব সরকারই এরকম মত পোষণ করে। তবে, বর্তমান মোদি সরকারের বিরুদ্ধে ক্রমাগত সংখ্যালঘু বিদ্বেষের অভিযোগ ওঠে। কিন্তু বাস্তব পরিসংখ্যানও কি একই কথা বলিতেছে? সম্প্রতি সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের তথ্য দিয়াই সে প্রশ্নের উত্তর দিলেন এক বিজেপি নেতা। তাহা মোদির আমলে সংখ্যালঘুদের বিকাশের কোন তথ্য তুলিয়া আনিলেন তিনি? সংখ্যালঘুদের প্রতি অবিচার করিতেছে কেন্দ্র। এমন অভিযোগে প্রায় একযোগেই সরব হন বিরোধীরা। তাঁহাদের সব অভিযোগ যে অমূলক, তাহা নয়। তবে, এর পালটা হিসাবে একেবারে অন্য তথ্যও যে আছে, তাই-ই এবার স্পষ্ট করিয়া দিলেন বিজেপি নেতা তথা গেরুয়া শিবিরের সংখ্যালঘু সেলের জাতীয় সাধারণ সম্পাদিক সুফি এম কে চিস্তি। তাঁহার দাবি, মোদির আমলেই সংখ্যালঘুরা সবথেকে বেশি সুবিধা পাইয়াছে।'প্রায় ৯ বছরের মেয়াদে মোদি সরকারের সঙ্গে সংখ্যালঘুদের রসায়নে অনেকটাই বদল আসিয়াছে। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষাও সে ইঙ্গিত দিয়াছিল। বিজেপি মানেই যে সংখ্যালঘু বিদ্বেষী দল, এমন একরৈখিক বিরোধিতার বয়ানকে সন্দেহের মুখে দাঁড় করিয়াছিল এই সমীক্ষা। সিএসডিএস লোকনীতি-র বিশেষ এই সমীক্ষা জানাইয়াছিল, ৪৪ শতাংশ মুসলিম ধর্মাবলম্বী মনে করেন, অর্থনৈতিক অবস্থা মোটের উপর একই রকম আছে। নতুন নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে মোদির ভূমিকা নিয়াও সেখানে তারিফ করিয়াছেন মুসলিমরা। এক্ষেত্রেও হিন্দুদের তুলনায় মুসলিমদের তরফে বেশি ভোট পাইয়াছেন মোদি। যেখানে ১১ শতাংশ হিন্দু মোদির পক্ষে, সেখানে মুসলিমদের সমর্থন ১৪ শতাংশ। হিন্দুদের থেকেও বেশি শতাংশ মুসলিমরা মোদিকে সেরা বক্তা হিসাবে মনে করেন। তাঁহাদের মতে মোদির মতো সুবক্তা সারা দেশে আর নাই। মোদির কথার জাদুতে যেমন মুগ্ধ ২৪ শতাংশ হিন্দু, তেমনই মুগ্ধ ২৯ শতাংশ মুসলিম। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের মনের কথাই এখানে উঠিয়া আসিয়াছে। একই ইঙ্গিত করিয়াছেন এই বিজেপি নেতাও। তাঁহারও দাবি, মুসলিমরা তো বটেই, সামগ্রিক ভাবে সংখ্যালঘুরা সবথেকে বেশি উপকৃত হইয়াছেন মোদির জমানাতেই। তথ্য দিয়া তিনি জানাইয়াছেন, ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ২০১৪ সালে সরকারি চাকুরে ছিলেন ৪.৫ শতাংশ। সেখানে বর্তমানে সেই হার বাড়িয়া হইয়াছে ১০.৫ শতাংশ। অর্থাৎ সরকারি চাকরিতে সংখ্যালঘুরা যে অনেকটাই অগ্রসর

হইয়াছেন, এমনটাই মত নেতার। পাশাপাশি তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, সাধারণ মানুষের জন্য যে জনকল্যাণমূলক প্রকল্প আনিয়াছে মোদি সরকার, তাহার সুবিধা পাইয়াছেন সংখ্যালঘুরা। উন্নয়নের নিরিখে অন্তত সরকার কোনও রকম ভাগাভাগিকে যে প্রশ্রয় দেয়নি, তাহা স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন তিনি।

## রায়পুর : অর্জুন সদনের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল

রায়পুর, ২ জুলাই (হি. স.) : রবিবার রায়পুরের ছত্তিশগড় প্রদেশ সাহু সংঘ আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে অর্জুন সদনের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল।

এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাম্রধ্বজ সাহু, নগর প্রশাসন মন্ত্রী শিব দাহরিয়া, সাংসদ চুন্নিলাল সাহু, তেলঘনি বোর্ডের সভাপতি সন্দীপ সাহু।

## কোচবিহারে বিএসএফ অফিসারদের সঙ্গে বৈঠকে রাজ্যপাল

কোচবিহার, ২ জুলাই (হি. স.) : কোচবিহারে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের (বিএসএফ) আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রবিবার বৈঠকে রাজ্যপাল বাংলার সীমান্ত এলাকায় সংঘটিত হিংসার বিষয়ে বিএসএফ অফিসারদের সাথে কথা বলেন।

রবিবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে সিতাইয়ে বিএসএফ ক্যাম্পে পৌঁছেন এবং বিএসএফ অফিসারদের সঙ্গে বৈঠক করেন রাজ্যপালে। জানা গেছে, বাংলার সীমান্ত এলাকায় যে হিংসার ঘটনা ঘটছে তা নিয়ে বিএসএফ অফিসারদের সঙ্গে কথা বলেন রাজ্যপাল। রাজ্যপাল অন্যান্য রাজ্যের সাথে সীমান্ত এলাকার সমস্যা নিয়েও আলোচনা করেন।

প্রসঙ্গ, রাজ্যের সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ-এর ভূমিকা নিয়ে বারবার প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল। একদিকে শাসকদলের অভিযোগ, কড়া নিরাপত্তা সত্ত্বেও বাইরে থেকে হামলা চালাচ্ছে অপরাধীরা। নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় হিংসা ছড়িয়ে পড়েছে। অন্যদিকে, পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস এলাকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলতে কোচবিহারে রয়েছেন।

## কমিশন দফতরে ভোটের নিরাপত্তা নিয়ে বৈঠকে মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর

কলকাতা, ২ জুলাই (হি.স.): ভোটের নিরাপত্তা নিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশন দফতরে প্রশাসনিক বৈঠক। রাজ্যের মুখ্য সচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী, রাজ্য পুলিশের ডিজি সহ রাজ্যের এডিজি আইন-শৃঙ্খলা জাভেদ শামীম বৈঠক করলেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা। পঞ্চায়েত ভোটে, সেনাবাহিনী নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে, কোথায় কিভাবে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হবে সেই নিয়েও পরিকল্পনা করা হয়েছে।

ঝাড়খণ্ড ও বিহার কিংবা অন্য রাজ্য থেকে যে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী পঞ্চায়েত নির্বাচনে নিরাপত্তার দায়িত্বে আসছেন সেই নিয়েও বৈঠকে রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। তাদেরকে কোথায় কিভাবে মোতায়েন করা হবে সেই নিয়ে আজ সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। রাজ্য পুলিশকে বুথে কিভাবে কাজে লাগানো হবে তা নিয়েও আজকে বৈঠক রয়েছে। ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তায় পুলিশ এবং সেনাবাহিনী একসঙ্গে কিভাবে কাজ করবেন তাও এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে।

# গুরুপূর্ণিমা

অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়

আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিতে পালিত গুরুপূর্ণিমা হিন্দুদের একটি পবিত্র উৎসব। যে ব্যক্তি নিজের অধিত সংস্কার ও আধ্যাত্মিক চেতনা বা বোধ অপরের হৃদয়ে সংক্রামিত করতে সক্ষম তিনিই পরমগুরু । যে ব্যক্তি বদ্ধজীবকে মোক্ষলাভের দিকে অগ্রসর হতে সাহায্য করেন তিনিই পরমগুরু। যার ঐকান্তিক প্রেরণায় এবং ইচ্ছায় মনুষ্য জীবন সফল হয়ে ওঠে তিনিই পরমগুরু। গুরু ব্যতীত মনের কলুষতা বা অন্ধকার নাশ হওয়া সম্ভব নয়। পিতা-মাতা জন্ম দেন আর গুরু দেখান জ্ঞানের আলো। তাই পিতা-মাতার চেয়েও শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী গুরু। দৈনন্দিন জীবনে চলার পথে আমরা অজস্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি। বহু প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করে আমাদের টিকে থাকতে হয় সেই কারণে আমরা এক নয় একাধিক গুরুর সান্নিধ্যলাভে ধন্য হই। আমাদের জীবনে তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। যদিও কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁদের কথা আমরা মনে-প্রাণে স্বীকার করি বা না-করি তিনিই আমাদের জীবনের পরমগুরু। গুরু ব্রাহ্মণ না শূদ্র, হিন্দু না মুসলমান বা খ্রিষ্টান, সন্ন্যাসী না গৃহস্থ এইসব প্রশ্ন অবান্তর। জাতিতে তিনি যাই হন না কেন, যিনি ঈশ্বর দর্শন করেছেন তিনি ব্রহ্মবিদ তিনিই প্রকৃত গুরু। যেমন ব্রহ্মর্ষি অত্রির পুত্র ঋষি দত্তাত্রেয়-এর চতুর্বিংশতি গুরু ছিল।

গুরু ভারতীয় জীবন চর্চায় প্রাচীনকাল থেকেই একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। 'গু' অক্ষরের অর্থ অন্ধকার আর 'রু' অক্ষরের অর্থ বিনাশ। অতএব অন্ধকারকে যিনি বিনাশ করেন তিনিই গুরু। মনুষ্যকুলের জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক সকল অজ্ঞতা যিনি দূর করেন তিনিই গুরু। আমাদের দেশ ভারতবর্ষে সহজিয়া বৈষ্ণব, আউল, বাউল, কর্তাভজা এবং দশনামী সম্প্রদায় ভুক্ত সন্ন্যাসীরাও গুরুকে পরম দেবতা জ্ঞানে শ্রদ্ধা-ভক্তি করেন। বলা হয় গুরুর ঋণ কোন দিন পরিশোধ করা যায় না। প্রচলিত মতে গুরু দেবতাস্বরূপ বা ইষ্ট দেবতা। যিনি ইহকাল ও পরকাল উভয় কালের সহায়ক তিনিই পরমগুরু। গুরু সামনে থাকলে নিত্যপূজা বা অন্য কোন দেবতার পূজো না করে গুরুকে পূজো করাই শিষ্যের একমাত্র কর্তব্য। এমন কি পিতা-মাতাকে প্রণাম করার পূর্বে গুরুকে প্রণাম করা অবশ্য কর্তব্য। স্বামী বিবেকানন্দ গুরু প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলেছিলেন —'আমরা এখন যাহা হইয়াছি তাহা আমাদের অতীত কার্য ও চিন্তারাশির ফলস্বরূপ। আর ভবিষ্যতে যাহা হইব তাহা বর্তমানে যেরূপ চিন্তা ও কার্য করিতেছি বলিয়া যে আমাদের কোনও সহায়তার আবশ্যক নাই, তাহা নয়। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরূপ সহায়তা একান্তভাবে প্রয়োজন। একটি আত্মা কেবল অপর এক আত্মা হইতে ওই শক্তি লাভ করিতে পারে, আর কিছুতে নয়। যে আত্মা থেকে ওই শক্তি লাভ করা যায় তিনিই গুরু'। অর্থাৎ One touch one glance can change a whole life এই প্রকার শক্তিধর পুরুষই গুরু হওয়ার যোগ্য পাত্র। তন্ত্রে আছে গুরু হবেন শান্ত, দান্ত, সদবংশীয়, বিনীত, সুবুদ্ধিসম্পন্ন, শুদ্ধাচার, নির্লোভ এবং নিঃস্বার্থ পরায়ণ। রোগী, অধিকাঙ্গ, হীনাঙ্গ, বহুভোক্তা, বহুভাষী, পুত্রহীন ও শঠ ব্যক্তিকে গুরু বরণ করা উচিত নয়। প্রাচীনকালে গুরুকুলের ব্যবস্থা ছিল। শিষ্যদের গুরুগৃহে থেকে ব্রহ্মচর্য পালনের দ্বারা শিক্ষাগ্রহণ করতে হতো। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে পর্যন্ত গুরু সন্দীপন মুনির আশ্রমে থেকে শিক্ষালাভ করতে হয়েছিল। মানুষের চারিত্রিক গঠনে ব্রহ্মচর্য পালনের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। উৎশৃঙ্খল জীবন ব্যক্তিগত এবং সামাজিক দিক থেকে এক অমোঘ অভিশাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। সর্বক্ষেত্রে অনুশাসন একান্ত প্রয়োজন। স্বামী বিবেকানন্দের মানষপুত্র নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু যে কারণে বলেছিলেন —After independence India should be under strict military rule

প্রাচীনকালে গুরুদের একমাত্র কাজ ছিল অধ্যায়ন, অধ্যাপনা, পূজার্চনা ও যজ্ঞ ইত্যাদি। তখনকার দিনে গুরুকুল বাসীদের দু'রকম বিদ্যায় শিক্ষিত করার রীতি ছিল। প্রথমতঃ পরাবিদ্যা অর্থাৎ যে বিদ্যাশিক্ষায় ঈশ্বর প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে, ব্রহ্মত্ব অর্জনের পথ প্রসস্ত হয়, আত্মজ্ঞান লাভ হয় এবং আত্মোন্নতি হয়। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় 'ঈশ্বরকে জানার নামই জ্ঞান আর ঈশ্বরকে না-জানার নামই অজ্ঞান'। ঈশ্বর প্রাপ্তির জ্ঞানকে বলা হয় পরাবিদ্যা। দ্বিতীয়তঃ অপরাবিদ্যা অর্থাৎ যে বিদ্যাশিক্ষার মাধ্যমে ঈশ্বর প্রাপ্তি ব্যতীত পৃথিবীর যে কোন বিষয়ে পারদর্শী হওয়া যায়, সমাজে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ পদে উন্নিত হওয়া যায় অথচ পরমার্থ মেলে না তার নাম অপরাবিদ্যা। ঈশ্বর প্রাপ্তি ব্যতীত যাবতীয় বিদ্যা সবই অপরাবিদ্যার অন্তর্গত। ব্যাসদেব রচিত ব্রহ্মসূত্র, অষ্টাদশ পুরাণ, ব্যাস সংহিতা, শিবতত্ত্ব, বেদান্ত দর্শন, ভাগবৎ এবং মহাভারত রচনার দ্বারা পরাবিদ্যা এবং অপরাবিদ্যা দুইয়েরই শিক্ষাদান করেছেন। তিনি গার্হস্থ এবং বানপ্রস্থ সম্পর্কেও দিক নির্দেশ করেছেন। সেই কারণেই তিনি পরম গুরু। ব্যাস শব্দের অর্থ জ্ঞানী। ব্যাস কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নয়। ঋষিদের সম্মানসূচক একটি উপাধি মাত্র। যেমন 'বিদ্যাসাগর' একটি সম্মানসূচক উপাধি। বেদ বিভাজন করেছিলেন বলেই তিনি বেদব্যাস নামে খ্যাত। সকল জ্ঞানীদের তুলনায় যিনি উৎকৃষ্ট তিনিই জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ। ব্যাসদেবকে আদিগুরু বলার একমাত্র কারণ তিনি সর্বজনের সুবিধার্থে অখন্ড বেদকে চতুর্বেদে বিভক্ত করে তাঁর বিশেষ চারজন শিষ্যকে —পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও সুমন্ত্রকে অধ্যায়ন করান এবং প্রচার কার্যে নিযুক্ত করেছিলেন। ব্যাসদেব নিজপুত্র শুকদেব এবং লোমহর্ষক মুনিকে পুরান পাঠের শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

> গুরু ভারতীয় জীবন চর্চায় প্রাচীনকাল থেকেই একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। 'গু' অক্ষরের অর্থ অন্ধকার আর 'রু' অক্ষরের অর্থ বিনাশ। অতএব অন্ধকারকে যিনি বিনাশ করেন তিনিই গুরু।

ব্যাসদেব বিরচিত মহাভারত গ্রন্থে আমরা আজকের দিনেরও প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। মহাভারতকে পঞ্চবেদ নামে অবিহিত করা হয়। প্রকৃত অর্থে এই পঞ্চবেদই ভারতীয় জীবনযাত্রা এবং সনাতন সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ রূপ। পুত্রস্নেহে অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র তুল্য পিতা আজকের কলিযুগেও বর্তমান। শকুনি তুল্য মাতুল আজও স্বমহিমায় বিরাজমান, খুঁজলে পাওয়া যাবে না এমন নয়। দুর্যোধন ও দুঃশাসন তুল্য কাপুরুষ অসৎ চরিত্র এন্টি সোসাল এলিমেন্ট বা সমাজদ্রোহী আজকের দিনেও বর্তমান। আজকের সমাজের নির্যাতিতা নারীদের সঙ্গে দ্রৌপদীর তুলনা করাটা অপ্রাসঙ্গিক নয় বলেই মনে করি। ভীল সম্প্রদায়ভুক্ত বীরবালক একলব্যের প্রতি গুরু দ্রোনাচার্যের ব্যবহারে স্বভাবতঃই মনে জ্বালা ধরে। সমাজে প্রতিষ্ঠিত এবং গণ্য-মান্য ব্যক্তিদের প্রতি সাধারণ মানুষের পক্ষপাতীত্ব তা ইদানীং কালেও চোখে পড়ে। অন্যদিকে একলব্যের গুরুভক্তির কারণ হেতু আজকের distant education-এর কথা মনে আসে। লোক মুখে নিঃসৃত প্রবাদ বাক্যটি সত্যিই তাৎপর্যপূর্ণ — 'যাহা নাই মহাভারতে তাহা নাই ভূভারতে'।

জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ব্যাসদেব মহাভারতের চরিত্রগুলো এমন ভাবে তৈরি করেছিলেন যে, এত কাল পরেও তা জীবন্ত মনে হয়। আজকের বিজ্ঞান মনস্ক মানুষের অন্তরেও বিষয়গুলো আলোড়িত হয়। এখানেই ব্যাসদেবের শ্রেষ্ঠত্ব। বশিষ্ঠ মুনির প্রপৌত্র, শক্তির পৌত্র, পরাশরের পুত্র এবং শুকদেবের পিতা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস নামে খ্যাত। প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক রূপকার গুরুশ্রেষ্ঠ বেদব্যাস জন্মেছিলেন আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিতে। এই পবিত্র তিথিটি গুরুপূর্ণিমা বা ব্যাসপূর্ণিমা নামে সর্বজন স্বীকৃত। গুরুপূর্ণিমার শুভ দিনেই বুদ্ধদেব প্রথম ধর্ম প্রচার শুরু করেছিলেন। যদিও তিথি নক্ষত্রের তারতম্যের কারণে এই পবিত্র দিনটি কখনও শ্রাবণ মাসেও পড়ে। তাহলে আসুন এই শুভ অবসরে আমরা সকলে একসঙ্গে গুরু বন্দনা করি

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ

গুরুরেব পরং ব্রহ্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং
যেন চরাচরম
তৎপদং দর্শিতং যেন
তস্মৈ শ্রীগুরবে নম।
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য
জ্ঞানাঞ্জন — শলাকয়া
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন
তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ।
ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং
কেবলং জ্ঞানমূর্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং
তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম ।
একং নিত্যং বিমলমচলং
সর্বধী সাক্ষিভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং
সদ্গুরুং তং নমামি ।

# বিশ্বে কি অর্থনৈতিক মন্দা আসন্ন ?

শোভনলাল চক্রবর্তী

সম্প্রতি বিশ্বব্যাঙ্ক বিশ্বে কি মন্দা আসন্ন শীর্ষক একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এতে বলা হয়েছে, বিশ্ব অর্থনীতির তিন মূল চালিকাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চিন ও ইউরোপের অর্থনীতি দ্রুত গতি হারাচ্ছে। ফলে আগামী বছরে সামান্য আঘাতেও মন্দা পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। বিশ্বব্যাঙ্ক যে আশঙ্কা করেছে, তা ভারতের মতো দেশগুলোর জন্য চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, আন্তর্জাতিক ঋণদাতা সংস্থাটি বলছে, সম্ভাব্য এই মন্দায় মারাত্মক পরিণতি ভোগ করবে মূলত উদীয়মান বাজার ও উন্নয়নশীল দেশগুলো। প্রতিবেদনে জাতিসংঘের অর্থনৈতিবিদের সতর্ক করেছেন উন্নত দেশগুলোর মুদ্রানীতি ও রাজস্বনীতি বিশ্বকে ২০০৮ সালের আর্থিক সংকটের চেয়েও খারাপ অর্থনৈতিক মন্দায় ফেলতে পারে। প্রতিবেদনটির লেখকরা সতর্ক করেছেন, সম্ভাব্য মন্দার কারণ উন্নত অর্থনীতিগুলোর খারাপ নীতিগত সিদ্ধান্ত, জলবায়ুর পরিবর্তন, কোভিড-১৯ মহামারি এবং ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বাড়তে থাকা সংকট। তাঁরা অনুমান করেছেন, এ বছর বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হার ২.৫ শতাংশ থেকে ২০২৩ সালে কমে ২.২ শতাংশে গিয়ে দাঁড়াবে। ফলে মোট ১৭ লাখ কোটি ডলার ঘাটতি দেখা দেবে, যা বিশ্বের মোট আয়ের ২০ শতাংশের কাছাকাছি। বিশ্বব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট ডেভিড ম্যালপাস বলেছেন মন্দা এড়ানোর অনেক দেশের পক্ষেই কঠিন হবে। বিশ্বের অন্যতম ধনী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কয়েক দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতিতে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। শিল্পোন্নত জার্মানিতে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে জ্বালানি সংকটে। রিজার্ভ সংকটে দেউলিয়া হওয়ার পথে রয়েছে পাকিস্তান। তবে আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ও খাতনামা অর্থনীতিবিদরা বলছেন, আসল সংকট এখনও শুরু হয়নি। ভয়াবহ একটি বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা আমাদের দ্বারপ্রান্তে। চলতি বছরের শেষ নাগাদ এটি শুরু হতে পারে এবং আগামী বছর জুড়ে অব্যাহত থাকতে পারে। জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়নবিষয়ক সম্মেলন সংস্থার (আঙ্কটাড) প্রধান রেবেকা গ্রিনস্প্যান গত সপ্তাহে এক বিবৃতিতে বলেছেন, বিশ্ব এখন মন্দার দ্বারপ্রান্তে এবং এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলোও এ মন্দায় মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। রেবেকা বলেছেন, 'আজ আমাদের সতর্ক করা দরকার যে আমরা একটি নীতি প্ররোচিত বৈশ্বিক মন্দার দ্বারপ্রান্তে। আমাদের এখনও মন্দার প্রান্ত থেকে ফিরে আসার সময় আছে। কিছুই অনিবার্য নয়। আমাদের অবশ্যই পথ পরিবর্তন করতে হবে। তিনি বলেছেন, আসন্ন মন্দা এড়ানোর বিষয়টি পুরোপুরিভাবে নীতিগত ও রাজনৈতিক সদিচ্ছার ব্যাপার। আঙ্কটড মহাসচিব রেবেকা বলেছেন, লাতিন আমেরিকার মধ্যম আয়ের দেশগুলোর আফ্রিকার নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে এ বছর সবচেয়ে গুরুতর অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেবে। তিনি বলেছেনস উন্নয়নশীল দেশগুলো আশঙ্কাজনক মাত্রায় ঋণ পরিশোধের সংকট ও বিনিয়োগ স্বল্পতার মুখোমুখি হচ্ছে। ৪৬টি উন্নয়নশীল দেশ একাধিক অর্থনৈতিক ধাক্কার চরমমাত্রার ঝুঁকিতে রয়েছে, আরও ৪৮টি দেশ গুরুতর পর্যায়ে ঝুঁকিতে রয়েছে যা বৈশ্বিক ঋণ সংকটের ঝুঁকি বৃদ্ধি করেছে। আঙ্কটাড পূর্বাভাস দিয়েছে ২০০৮ সালের অর্থনৈতিক সংকট এবং ২০২০ সালের করোনা মহামারি সংকটের চেয়েও এবার মন্দা আরও তীব্র হতে পারে। এত আরও বলা হয়েছে, সব ঞ্চল প্রভাবিত হবে, তবে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য সবচেয়ে বেশি বিপদের ঘণ্টা বাজছে। এর মধ্যে অনেক দেশ ঋণখেলাপির কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রে নীতি সুদহার বৃদ্ধির ফলে চিন ছাড়া উন্নয়শীল দেশগুলোতে আনুমানিক ৩৬০ বিলিয়ন ডলার আয় হ্রাস পাবে বলেও জনায় সংস্থাটি। উন্নত অর্থনৈতিক সুদের হার বৃদ্ধির কারণে প্রায় ৯০টি উন্নয়শীল দেশের মুদ্রা এ বছর ডলারের বিপরীতে দুর্বল হয়েছে। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া মহামারির আগে পাঁচ বছরের তুলনায় প্রবৃদ্ধির হারে নীচে থাকবে বলেও পূর্বাভাস বলা হয়েছে। ২০০৮ সালের আর্থিক সংকটের সঠিক পূর্বাভাস দিয়ে সুনাম কুড়িয়েছিলেন মার্কিন অর্থনীতিবিদ নুরিয়েল রৌবিনি। তিনি বলেছেন, এবার সংক্ষিপ্ত এবং ছোটখাটো মন্দা হতে যাচ্ছে না। এটা 'গুরুতর দীর্ঘ এবং কুৎসিত' হতে চলেছে। এ মন্দা চলচি বছরের শেষে শুরু হতে পারে এবং ২০২৩ পর্যন্ত দাপটের সঙ্গে চলতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, 'বিশ্ব অর্থনীতি মন্দার দিকে যাওয়ার পাঁচটি লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এরই মধ্যে অনেক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ভবিষ্যদ্বাণী করেছে, বিশ্ব আরেকটি অর্থনৈতিক সংকটেরদিকে যাচ্ছে। ক্রমবর্ধনাম মুদ্রাস্ফীতির কারণে সুদের হার বৃদ্ধির ফলে বিশ্বজুড়ে কোম্পানিগুলি কর্মী নিয়োগ বন্ধ এবং উৎপাদন হ্রাসের পরিকল্পনা নিয়েছে। কয়েক মাস ধরে মার্কিন ডলারের দাম বাড়ছে। এটি এখন দুই দশকের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ডলার আগামী দিনে আরও শক্তিশালী হবে। তবে গ্রিনব্যাকের মূল্যের এই ঊর্ধ্বগতি বিশ্বব্যাপী অর্থনীতি এবং বাজারকে ধাক্কা দিয়েছে। মার্কিন ডলারের উত্থানের ফলে পাউন্ড, ইউরো, চিনের ইউয়ান, জাপানের ইয়েন, ভারতের টাকা সহ অনেক দেশের মুদ্রার দান কমেছে। ফলে দেশগগুলোর খাদ্য ও জ্বালানির মতো প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানি করা আরও ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে, মার্কিন অর্থনৈতিক চাপে রয়েছে। দেশটির অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হল কোনাকাটা। তবে সম্প্রতি তাদের ব্যয়ের পরিমাণ ব্যাপকভাবে কমেছে। এর প্রভাব ভারতসহ অন্য দেশের ওপরও পড়বে। বিশ্ব অর্থনীতিতে ইউক্রেন যুদ্ধের খরচ এরই মধ্যে কয়েক ট্রিলিয়ন ডলার ছড়িয়ে গেছে বলে মনে করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর হিসাব অনুসারে, ২০২২ সালে রাশিয়ান অর্থনীতি ৮ থেকে ২০ শতাংশ সংস্কুচিত হবে। ইউক্রেনের অর্থনীতিতে ক্ষতি ৬০০০ বিলিয়ন ডলার থেকে ১ ট্রিলিয়ন হতে পারে। অবশ্য যুদ্ধের ক্ষতি শুধু দুই দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে না। গণতান্ত্রিক ও মুক্ত অর্থনীতির দেশগুলোর সংগঠন অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট (ওইসিডি) বলেছে, ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের জন্য বিশ্বকে চড়া মূল্য গিতে বচ্ছে। যুদ্ধের আগে আশা করা গিয়েছিল, বিশ্বের অর্থনীতিতে ২০২২ সালে ৪.৫ শতাংশ এবং ২০২৩ সালে ৩.২ শতাংশ বৃদ্ধি হবে। সর্বশেষে সংশোধিত পূর্বাভাসে ওইসিডি বলেছে, বিশ্ব অর্থনীতি চলতি বছর ৩ শতাংশ এবং আগামী বছর ২.২ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ বিশ্বের অর্থনীতি প্রত্যাশার চেয়ে বেশি প্রস্থর হচ্ছে। লন্ডনভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ক্যাপিটাল ইকোনমিক্সের প্রধান অর্থনীতিবিদ নিল শিয়ারিং বলেছেন, সারাবিশ্বের মানুষের প্রকৃত আয় ও জীবনযাত্রার মান কমে যাচ্ছে। ইউরোপ ও ব্রিটেনের অবস্থা আরও খারাপ। ইউরোপের বৃহত্তম অর্থনীতি জার্মানিসহ বেশ কয়েকটি দেশ রাশিয়ার জ্বালানির ওপর কয়েক দশক ধরে নির্ভরশীল ছিল। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে প্রাকৃতিক গ্যাসের দাম ৮ গুণ হওয়ায় তা ইউরোপের শিল্পোৎপাদন, জীবনযাত্রার মান এবং সামাজিক শান্তি ও সংহতির জন্য নজিরবিহীন হুমকির সৃষ্টি করেছে। আসন্ন শীতে তীব্র জ্বালানির ঘাটতির কারণে কারখানা বন্ধের পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। ওইসিডির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পুরো বিশ্ব এবং বিশেষ

# পাটনা ও দ্বারভাঙ্গায় পিএলএফআই ঘাঁটিতে এনআইএ অভিযান চালায়

পাটনা, ২ জুলাই (হি.স.) : ফের বিহারে অভিযান চালাল এনআইএ। এনআইএ ভোরে রাজধানী পাটনার ফুলওয়ারি শরীফ এবং দ্বারভাঙ্গা জেলার বেহেরায় পিএলএফআইয়ের আস্তানায় অভিযান চালায়। এন্টি টেরোরিজম স্কোয়াড (এটিএস) টিমও এই অ্যাকশনে জড়িত।
পাটনায়, ফুলওয়ারি শরীফে অবস্থিত সারিয়া বিল্ডিংয়ের অফিসের কাছে তৈরি একটি বাড়িতে এই অভিযান চলছে। দ্বারভাঙ্গার বেহেরা থানা এলাকার ছোটকি বাজার থেকে এক সন্দেহভাজন যুবককে গ্রেফতার করেছে এনআইএ। সে পাটনায় পড়াশোনা করত। দ্বারভাঙ্গার এসএসপি আকাশ কুমার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
ফুলওয়ারি পাটনা থানায় নথিভুক্ত ৮২৭ নম্বর মামলায় ওয়ান্টেড অভিযুক্ত মুমতাজ আনসারির সাথে সম্পর্কিত তথ্যের ভিত্তিতে এনআইএ এবং এটিএস অভিযান চালায়। রাত দুইটার দিকে এ অভিযান চালানো হয় বলে জানা গেছে। এনআইএ মে মাসেও কাটিহারে অভিযান চালিয়েছিল। এর আগে মোতিহারি, দ্বারভাঙ্গা, মধুবনি এবং পাটনায়ও অভিযান চালানো হয়েছে।

## বাসন্তীতে খুন তৃণমূল কর্মী

বাসন্তী, ২ জুলাই (হি. স.) : দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাসন্তীতে গুলিবিদ্ধ হয়ে খুন তৃণমূল কর্মী। মৃতের নাম জিয়ারুল মোল্লা (৪০)। তাঁর বাড়ি রামচন্দ্রখালি পঞ্চায়েতের খিরীশখালি গ্রামে। শনিবার রাতে এ ঘটনা ঘটেছে বাসন্তী থানার ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। জিয়ারুলের পরিবারের সদস্যরা জানাচ্ছেন, রাতে বিশেষ কাজের জন্য ক্যানিংয়ে এসেছিলেন তিনি। ফুলমালঞ্চ পঞ্চায়েতের চাতরাখালি-ঘাগরামারি এলাকায় রাতের অন্ধকারে তাঁকে কেউ বা কারা গুলি করে পালিয়ে যায়। তাঁর চিৎকার শুনে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দেখা যায় ঠিক মাথায় গুলি লেগেছে তাঁর। খবর যায় পুলিশে। বাসন্তী থানার পুলিশ গিয়ে জিয়ারুলকে উদ্ধার করে ক্যানিং হাসপাতালে নিয়ে আসেন। তবে শেষ রক্ষা হয়নি। চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় রাতে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় চাতরাখালি-ঘাগরামারি এলাকায়। এদিকে খবর পেয়ে ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দিবাকর দাস, ক্যানিং থানার আইসি সৌগত ঘোষও ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। ক্যানিং হাসপাতালে আসেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস। জিয়ারুলের মৃত্যুকে শোকের ছায়া তাঁর পরিবারে। অনেকেই বলছেন তৃণমূলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের কারণেই এমনটা ঘটেছে। যদিও এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত পুলিশ কাউকে আটক করতে পারেনি।

# দক্ষিণবঙ্গে ভ্যাপসা গরম, উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা

কলকাতা, ২ জুলাই (হি. স.) : কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের অস্বস্তি বাড়াতে পারে তাপমাত্রা এবং বাতাসে জলীয় বাষ্পের আধিক্য। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এমনটাই জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।
রবিবার আংশিক মেঘলা থাকবে কলকাতার আকাশ। বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনাও রয়েছে। তবে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে বেশি থাকতে পারে। একইসঙ্গে বাতাসে জলীয় বাষ্পের আধিক্য বাড়াতে পারে অস্বস্তি। রবিবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। শনিবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৩.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১ ডিগ্রি বেশি এবং রবিবার সকালে শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১ ডিগ্রি বেশি। এদিন বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ সর্বাধিক ৯২ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন ৬৯ শতাংশ। নিম্নচাপ অক্ষরেখার দরুণ উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচ জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে। এছাড়াও বৃষ্টিপাত হতে পারে মালদা এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে। উত্তরবঙ্গে সক্রিয় থাকছে মৌসুমী বায়ু। ফলে সেখানে চলবে বৃষ্টিপাত। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পংয়ে রয়েছে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনাও।

## ধূপগুড়িতে লরি ও পুলিশের পাইলট ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত চার পুলিশকর্মী

ধূপগুড়ি, ২ জুলাই (হি. স.) : জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ি ব্লকের ঠাকুরপাঠ এলাকায় এশিয়ান হাইওয়ের ওপর লরি ও পুলিশের পাইলট ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হলেন চার পুলিশকর্মী। রবিবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, পুলিশের পাইলট ভ্যানটি বেপরোয়া গতিতে ওভারটেক করে এসে ভুল পথে লরির মুখোমুখি ধাক্কা মারে। উলটো দিক থেকে লরির পেছনে অন্য একটি ট্রেলার ধাক্কা মারে। পুলিশ সূত্রে খবর, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বারলাকে আনতে যাচ্ছিল পুলিশের পাইলট ভ্যানটি। সেই সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। দুর্ঘটনার জেরে পাইলট ভ্যানের সামনের অংশ দুমড়ে মুচড়ে যায়। আহত পুলিশকর্মীদের ধূপগুড়ি দমকল বাহিনী ও ধূপগুড়ি থানার অ্যাম্বুল্যান্স উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। দুর্ঘটনার জেরে এশিয়ান হাইওয়ের ওপর ব্যাপক যানজট তৈরি হয়। পরে ট্রাফিক গার্ড ও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। ধূপগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

# অভিন্ন আইন কার্যকর হলে দেশ শক্তিশালী হবে: মায়াবতী

লখনউ, ২ জুলাই (হি.স.) : বহুজন সমাজ পার্টির জাতীয় সভাপতি ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতী বলেছেন, হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বাসী মানুষ বিপুল জনসংখ্যা নিয়ে ভারতে বাস করে। যাদের জীবনযাত্রার বিভিন্ন উপায় ও আচার-অনুষ্ঠান রয়েছে। অন্যদিকে এটাও ভাবার বিষয় যে, এখানে প্রতিটি ধর্মের অনুসারী মানুষের জন্য একই আইন প্রযোজ্য হলে দেশ দুর্বল হবে না, শক্তিশালী হবে।
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতী বলেন, এটি পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব এবং সম্প্রীতির পরিবেশ তৈরি করবে। ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৪ ইউনিফর্ম সিভিল কোড অর্থাৎ ইউসিসি করার প্রচেষ্টাকে বর্ণনা করে।
জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার বিধান বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকর প্রণীত সংবিধানে নেই। এ জন্য সচেতনতা ও ঐক্যমত্যকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়েছে, যা বাস্তবায়ন না করে সংকীর্ণ স্বার্থপরতার রাজনীতি করা দেশের স্বার্থে ঠিক নয়। তিনি বলেন, সংবিধানের ৪৪ অনুচ্ছেদে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়নের চেষ্টার কথা বলা হয়েছে কিন্তু তা আরোপ করার কথা বলা হয়নি। এই সমস্ত কিছু মাথায় রেখে, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর করার সময় বিজেপির মনোযোগ দেওয়া উচিত। আমাদের দল ইউনিফর্ম সিভিল কোডের বিপক্ষে নই। কিন্তু বিজেপির এটি কার্যকর করার পদ্ধতির সাথে একমত নয়।

## খড়গপুর আইআইটিতে ভয়াবহ আগুন

খড়গপুর, ২ জুলাই (হি. স.) : খড়গপুর আইআইটিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। আগুনে ভস্মীভূত এলবিএস হলের কমন রুমের প্রচুর জিনিসপত্র। খড়গপুর ও সালুয়া থেকে দমকলের ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার ভোর রাতে। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন খড়গপুর আইআইটি ক্যাম্পাসে ভোর রাত প্রায় তিনটে নাগাদ আচমকাই লাল বাহাদুর শাস্ত্রী হলের কমনরুমে আগুন ধরে যায়। সেখানে ছাত্রদের বেডিং-সহ একাধিক সামগ্রী রাখা ছিল। আগুনে পুড়ে খাক হয়ে যায়। আগুন ছড়িয়ে পড়তেই খড়গপুর ও সালুয়া থেকে দমকলের ইঞ্জিন এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে কমনরুমের ভিতরে থাকা জিনিসপত্র পুড়ে গেছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, শর্ট সার্কিট থেকে আগুন ছড়িয়েছে।

# ধসের জেরে বন্ধ বদ্রীনাথ জাতীয় সড়ক, আটকে পুণ্যার্থীরা

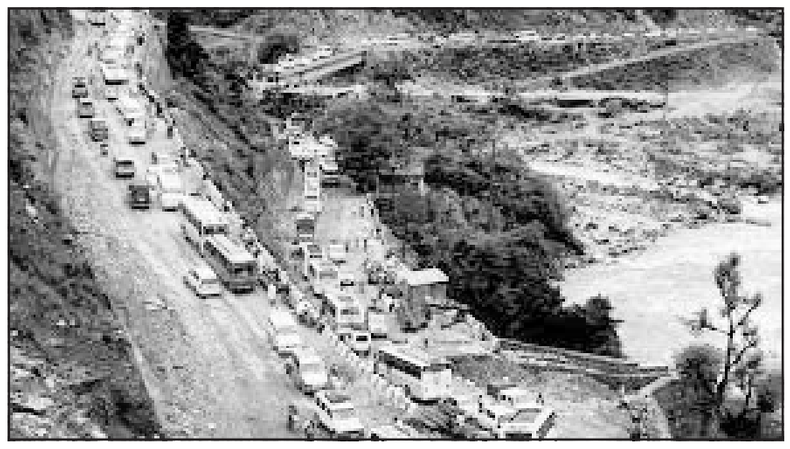

দেহরাদুন, ২ জুলাই (হি. স.) : ভারী বৃষ্টিতে ধসের জেরে বন্ধ হয়ে গেল বদ্রীনাথ জাতীয় সড়ক। বন্ধ হয়ে গেল বদ্রীনাথ যাওয়ার রাস্তা। শনিবার ধসের জেরে বন্ধ যায় জাতীয় সড়ক।
রবিবার সকাল থেকে রাস্তায় পড়ে থাকা পাথরগুলি সরানো হচ্ছে।
শনিবার উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলায় ছিনকা অঞ্চলে বদ্রীনাথ হাইওয়ে-৭ বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, জাতীয় সড়কের একাধিক জায়গায় ধস নেমেছে। এরফলে বহু পুণ্যার্থী ও পর্যটক আটকে পড়েছেন। অধিকাংশ যাত্রীই বদ্রীনাথ থেকে ফিরছিলেন বলে জানা গিয়েছে।
প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, নাশনাল হাইওয়ে অ্যান্ড ইনফ্রাস্টাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড ইতিমধ্যেই রাস্তা সাফ করার কাজ শুরু করে দিয়েছে। রাস্তায় পড়ে থাকা পাথরগুলি সরানো হচ্ছে।এর আগে, গত বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টির জেরে ভূমিধস ও হড়পা বান নামে উত্তরাখণ্ডের একাধিক জায়গায়। বন্ধ হয়ে যায় বদ্রীনাথ জাতীয় সড়ক। প্রায় ১০০ মিটার দীর্ঘ রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার আগে সোমবারও চণ্ডীগঢ়-মানালি হাইওয়েও বন্ধ হয়ে যায় ধসের জেরে। ১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। আটকে পড়েন কয়েক হাজার পর্যটক।

## আহত তৃণমূল কর্মীদের দেখতে হাসপাতালে রাজ্যপাল

কোচবিহার, ২ জুলাই (হি. স.) : শনিবার রাতে কংগ্রেস ও তৃণমূলের কর্মী সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয় কোচবিহারের শীতলদহে। প্রাথমিকভাবে পাওয়া খবরে জানা যায় ঘটনায় দু'পক্ষের ৭ জন আহত হন। আহতের তালিকায় ছিলেন তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি মাফুজার রহমান। তিনি-সহ আরও বেশ কয়েকজন তৃণমূল কর্মী ভর্তি রয়েছেন কোচবিহারের শহরের এক বেসরকারি হাসপাতালে। সেখানেই রবিবার তাঁদের দেখতে আসেন রাজ্যপাল।
এদিন আহত ব্যক্তিদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথাও বলেন রাজ্যপাল। কথা বলেন হাসপাতালের কর্মী, চিকিৎসকদের সঙ্গেও। এদিন সিতাইতে যাওয়ার কথা ছিল রাজ্যপালের। সেখানে বিএসএফের একটি অনুষ্ঠানে তাঁর যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে। সেখানে যাওয়ার আগের মুহূর্তে চলে আসেন এই বেসরকারি হাসপাতালে।
প্রসঙ্গত, শনিবার উত্তরবঙ্গের নানা প্রান্তে আহত হওয়া বিজেপি কর্মীদের দেখতে গিয়েছেন রাজ্যপাল। ছুটে গিয়েছিলেন কোচবিহারের চকচকির একটি হাসপাতালে। কথা বলেন সিসিএউতে ভর্তি থাকা এক আক্রান্তের সঙ্গে। দিনহাটার নিহত বিজেপি কর্মী প্রশান্ত রায় বসুনিয়া

# রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য ভজনপুরে ভেঙে ফেলা হয়েছে দুটি ধর্মীয় নির্মাণ

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই (হি. স.) : রাস্তা সম্প্রসারণের কাজের জন্য ভজনপুরা চক এলাকায় দুটি ধর্মীয় নির্মাণ ভেঙে ফেলা হল। রবিবার সকালে পিডব্লুডি দফতরের আধিকারিকরা অভিযান চালিয়ে এই উচ্ছেদ সম্পন্ন করে। কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী।
রাস্তা সম্প্রসারণের কাজের জন্য রবিবার সকাল ৬টা নাগাদ পিডব্লুডি বিভাগের আধিকারিকরা পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে ভজনপুরা চক এলাকায় অভিযান চালান। সেই অভিযানে ভেঙে ফেলা হয়েছে একটি মন্দির এবং একটি মাজার।
উত্তর-পূর্বের ডিসিপি জয় এন তিরকে বলেন, 'সাহারানপুর হাইওয়ের রাস্তা আরও প্রশস্ত করার জন্য একটি হনুমান মন্দির এবং একটি মাজার সরানোর জন্য দিল্লির ধর্মীয় কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উভয় কাঠামোই শান্তিপূর্ণভাবে সরানো হয়েছে।' যদিও বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন দিল্লির পিডব্লুডি মন্ত্রী অতিশী। দিল্লির উপরাজ্যপালকে বিঁধে তিনি এই পদক্ষেপ না নেওয়ার জন্য দাবি জানিয়েছেন। টুইটারে তিনি লিখেছেন, 'এলজি সাহাব: কিছু দিন আগে, আমি দিল্লিতে মন্দির এবং অন্যান্য ধর্মীয় স্থাপনা ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার জন্য আপনাকে একটি চিঠি লিখেছিলাম। কিন্তু আজ, আপনার নির্দেশে ভজনপুরা এলাকায় আবার একটি মন্দির ভেঙে ফেলা হয়েছে।'

## কোরবা: সড়ক দুর্ঘটনায় তিন যুবকের মৃত্যু

কোরবা, ২ জুলাই (হি. স.) : ছত্তিশগড়ের দারি কোরবা মার্গে ভবানী মন্দিরের কাছে সড়ক দুর্ঘটনায় তিন যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। শনিবার গভীর রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটে।
পুলিশের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, গাড়িতে থাকা তিন যুবক নবনির্মিত ব্রিজের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তায় বসে থাকা গবাদিপশুকে পাশ কাটাতে গিয়ে গাড়ি নিয়ন্ত্রণের হারিয়ে পণ্যবাহী ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় তিন যুবকেরই মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে তড়িঘড়ি করে গাড়িতে আটকে থাকা লোকজনকে বের করে। চিকিৎসার জন্য তাদেরকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাদের মৃত ঘোষণা করে। এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

# অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৭৫ ডলারের সামান্য বেশি, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। আজ ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৭৫.৪১ এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৭১ ডলারের কাছাকাছি। যদিও রবিবারও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।
ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, রবিবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে। প্রসঙ্গত, গত ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

## চালসায় হাতির হানায় ভাঙল দুটি ঘর, ক্ষতিপূরণের দাবিতে সরব এলাকাবাসী

চালসা, ২ জুলাই (হি. স.) : শনিবার গভীর রাতে মেটেলি ব্লকের মঙ্গলবাড়ী বস্তির বিরসা পাড়া এলাকায় হাতির হানায় ভাঙল ঘর। হাতিটি ঘরের বেড়া ভেঙে দিয়ে ঘরে মজুত যাবতীয় খাদ্যদ্রব্য সাবার করে। নষ্ট করে বাসন, আসবাবপত্র। ওই সময় বাড়ির লোকজন কোনক্রমে পালিয়ে প্রাণে বাঁচেন। ক্ষতিগ্রস্তরা যাবতীয় ক্ষতিপূরণ দাবিতে সরব হয়েছেন।জানা গিয়েছে, হাতিটি এলাকার সোমর ওরাওঁ ও গঙ্গা ওরাওঁ-এর ঘর গুঁড়িয়ে দেয়। পাশাপাশি তাঁরা অভিযোগ করে বলেন, 'এলাকা থেকে হাতি চলে যাওয়ার পর এলাকায় আসে খুনিয়া স্কোয়াডের বনকর্মীরা। আমরা কোনক্রমে পালিয়ে প্রাণে বাঁচি। হাতিটি সবকিছুই নষ্ট করে দিয়েছে। আমরা অসহায় হয়ে পড়েছি।' বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদন করলে সরকারি নিয়মে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

# হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

## ছোলার ডাল দিয়ে বানিয়ে নিতে পারেন ৫ মুখরোচক খাবার

ছুটির দিন সকালের জলখাবারে লুচির সঙ্গে কিংবা নিরামিষের দিনে অনেক বাড়িতেই ছোলার ডাল হয়। ভাল করে রান্না করলে ছোলার ডালেরও স্বাদ অপূর্ব হতে পারে। কিন্তু অনেকেই ছোলার ডাল খুব একটা পছন্দ করেন না। তাই বলে ছোলার ডাল বাড়িতে ঢোকা বন্ধ হয়ে যেতে পারে না। ডাল হিসাবে না রেঁধে অল্প সময়ে বানিয়ে নিতে পারেন অন্য কোনও খাবার। ছোলার ডাল দিয়ে বানাতে পারেন এমন কয়েকটি নতুন পদের খোঁজ রইল।

ছোলার ডালের কাটলেট- মাছ কিংবা মাংসের কাটলেট তো খাওয়া হয়ই। মাঝেমাঝে স্বাদ বদলাতে ছোলার ডাল দিয়ে কাটলেট বানাতে পারেন। বানানোর ঝক্কিও বিশেষ নেই। সেদ্ধ ছোলার ডাল ভাল করে বেটে নিয়ে তার মধ্যে পাউরুটির গুঁড়ো, মশলা মিশিয়ে কাটলেটের আকারে গড়ে ভেজে নিলেই হবে।

পকোড়া- বৃষ্টির সন্ধ্যায় চায়ের সঙ্গে মুখরোচক কোনও খাবার খেতে ইচ্ছা করে। সে ক্ষেত্রে কিন্তু ছোলার ডালের পকোড়া বানিয়ে নিতে পারেন। স্বাস্থ্যকর পকোড়া বানাতে চাইলে ছোলার ডাল, পেঁয়াজ কুচি, টম্যাটো, সিলান্ট্রো ছাড়াও দিতে পারেন অ্যাভোকাডো। খেতে ভাল লাগবে।

স্যুপ- হঠাৎ গলাব্যথা হয়েছে? এমন হলে শক্ত খাবার গিলতে কষ্ট হয়। গলাব্যথা হলে স্যুপ উপযুক্ত খাবার। ছোলার ডাল দিয়েও বেশ সুস্বাদু স্যুপ বানাতে পারেন। সেদ্ধ ছোলার ডালের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের সব্জি, ময়দা, রসুন দিয়ে ঝটপট বানিয়ে নিতে পারেন স্যুপ। গলায় আরাম পাবেন।

ছোলার ডালের স্যালাড- ডায়েট করছেন যাঁরা, এই স্যালাড খেতে পারেন, জলে ভেজানো এবং সেদ্ধ ছোলার ডালের সঙ্গে শসা, টম্যাটো, পেঁয়াজকুচি, বিভিন্ন ধরনের হার্বস, লেবুর রস, বিটনুন একসঙ্গে মিশিয়ে তৈরি করে নিতে পারেন স্যালাড। বিকালের জলখাবারে থাকতেই পারে এই স্যালাড।

ছোলার ডালের ভেলপুরি- মুড়ি এবং সেদ্ধ ছোলার ডাল, দু'টো দিয়েই বানানো হয় এই খাবার। ওজন কমাবেন বলে অনেকেই বাইরের খাবার এড়িয়ে চলেন। স্বাস্থ্যকর খাবার হিসাবে ডায়েটে রাখতেই পারেন এটি। একসঙ্গেই নিতে পারবেন স্বাদ এবং স্বাস্থ্যের যত্ন।

## বয়ঃসন্ধির মুখে দাঁড়িয়ে থাকা সন্তানের বন্ধু হয়ে উঠতে পারবেন অভিভাবকেরা

মা-বাবা কর্মরত, তাই সারা দিন তাঁদের সঙ্গে বিশেষ দেখা হয় না প্রান্তিকের। স্কুল থেকে ফেরার পর দীর্ঘ সময় বাড়িতে একাই থাকতে হয় তাকে। মা-বাবার সঙ্গে যে প্রান্তিকের সম্পর্ক খুব একটা খারাপ, তা নয়। বন্ধুদের অনেক কথা গল্পের ছলে মাকে বললেও নিজের মনের কথা বলতে ভয় পায় সে। মনোবিদেরা বলছেন, ব্যতিক্রম থাকলেও একটা বয়সের পর মা-বাবারা সন্তানের বন্ধু হয়ে ওঠেন।

কিন্তু অল্প বয়সে প্রান্তিকের মতো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় অনেককেই। বিশেষ করে বয়ঃসন্ধির দোরগোড়ায় থাকা ছেলেমেয়েদের মনে পড়াশোনা, ব্যক্তিগত জীবন, মতামত, সিদ্ধান্তহীনতা সব কিছু নিয়েই দোলাচল লক্ষ্য করা যায়। অথচ কারও সঙ্গে সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে কুণ্ঠাবোধ করে অনেকেই। মনের মধ্যে ভয়ও কাজ করে। বন্ধুরা অনেক সময়েই পাশে দাঁড়ায়। তবে সমবয়সি বন্ধুরা অভিজ্ঞতার দিক থেকে যে খুব বেশি সমৃদ্ধ, তা তো নয়। সন্তানের মনের অন্ধকার কাটাতে সাহায্য করতে পারেন অভিভাবকেরাই। কিন্তু তার জন্য কী কী করতে হবে জানেন? ১) সন্তানের পাশে থাকুন যে কোনও পরিস্থিতিতে সন্তানের পাশে থাকুন। সে যেন আপনার সান্নিধ্যে নিরাপদ বোধ করে, সেই আশ্বাস দেওয়ার দায়িত্ব আপনারই। বিশ্বাস করে সন্তান যেন সব কথা বলতে পারে, সেই বন্ধুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে অভিভাবকেই। ২) ওদের সঙ্গে সময় কাটান সারা দিন নানা কাজে ব্যস্ত থাকলেও বাড়ি ফিরে কিছুটা সময় সন্তানকে দেওয়ার চেষ্টা করুন। তাদের কিছু কিছু কথা কম গুরুত্বপূর্ণ বা অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। সারা দিন স্কুল বা খেলার মাঠে কী হল না হল, তা শুনুন। সন্তানকে পড়াশোনায় সাহায্য করতে পারেন। এই সময়টুকু বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখতে পারলেই ভাল। ৩) বেশি আগলে রাখবেন না সন্তান ছোট ভেবে তাকে সব ক্ষেত্রে পরিচালনা করার প্রয়োজন নেই। তা হলে সন্তানের সঙ্গে সম্পর্কের সমীকরণ বদলে যেতে পারে। শুধু তা-ই নয়, এই অভ্যাসের ফলে সন্তানের নিজস্ব মতামত গড়ে ওঠে না। ৪) তাদের পছন্দকে গুরুত্ব দিন সন্তানকে ভাল-মন্দ বিচার করার শিক্ষা দিন। কিন্তু নিজের পছন্দ-অপছন্দ জোর করে চাপিয়ে দেবেন না। এই অভ্যাস থেকেও সন্তানের সঙ্গে অভিভাবকদের দূরত্ব তৈরি হতে পারে। ৫) নিজের সঙ্গে সময় কাটাতে দিন ছুটির দিন বাড়ি থাকলেই সন্তানের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকার প্রয়োজন নেই। তাকে নিজের মতো থাকতে দিন। আপনার পরামর্শ সন্তানের পাথেয় হোক, চাপ নয়।

## দুধ দিয়ে কোন ৩ পানীয় বানিয়ে দিলে এক নিশ্বাসে খেয়ে নেবে?

স্কুল যাওয়ার আগে খুদেকে দুধ খাওয়ানো নিয়ে প্রতি দিন লড়াই চলে মায়েদের। বাচ্চাদের খাবার খাওয়ানো এমনিতেই বেশ ঝক্কির। তবে দুধ খাওয়াতে গেলে সবচেয়ে বেশি নাকাল হতে হয়। পাস্তা, চাউমিন সোনামুখ করে খেয়ে নিলেও দুধ কিছুতেই খেতে চায় না শিশুরা। খেতে চায় না বলে তো হাল ছেড়ে দিলে হবে না।

কারণ দুধেই রয়েছে যাবতীয় পুষ্টি। শিশুর বেড়ে ওঠার পথে যা অত্যন্ত জরুরি। তাই খেতে না চাইলেও দুধ খাওয়াতে হবে। তবে বকুনি নয়, কৌশল জানা দরকার। দুধ দিয়েই যদি সুস্বাদু কোনও পানীয় বানিয়ে দিতে পারেন, দেখবেন ঢকঢক করে খেয়ে নিচ্ছে।

কোরিয়ান বানানা মিল্ক

দুধ এবং কলা দুটোই বাচ্চাদের অপছন্দ। অথচ এই দুটো জিনিস দিয়েই বানিয়ে দিতে পারেন সুস্বাদু পানীয়। বানাতে সময়ও কম লাগবে। দুধ, কলা, জল, মেপল সিরাপ আর অল্প ভ্যানিলা এসেন্স একসঙ্গে মিক্সিতে মিশিয়ে পানীয় বানিয়ে নিন। বাচ্চাদেরও বেশ ভাল লাগবে এই পানীয়।

বড়দেরও বেশ মনে ধরবে এই পানীয়।

হানি মিল্ক

লবঙ্গ, পেস্তা, দারচিনি দুধে ফেলে ফুটিয়ে নিন। তার পর ঠান্ডা হয়ে এলে তাতে মধু মিশিয়ে ফের এক বার ফুটিয়ে গাড় করে ফেলুন। শুধু ছোটদের নয়, বড়দেরও বেশ মনে ধরবে এই পানীয়। তবে ঠান্ডা হয়ে গেলে ভাল লাগবে না। গরম থাকতে থাকতেই খেয়ে নিতে হবে।

ম্যাঙ্গো মিল্ক

দুধ দেখলেই ছুটে পালায় যে খুদে, সে-ও এই পানীয় নিমেষে শেষ করে দেবে। গরম এখনও যায়নি। অনেকের বাড়িতেই আম মজুত রয়েছে। আম দিয়েই বানিয়ে নিন ম্যাঙ্গো মিল্ক। প্রথমে আম কেটে চটকে নিন। তার মধ্যে দুধ, চিনি, পেস্তা আর কেশর দিয়ে মিক্সিতে ঘুরিয়ে নিন। গ্লাসে ঢেলে উপর থেকে খানিকটা ক্রিম ছড়িয়ে দিলে দেখতেও সুন্দর লাগবে।

## ওজন ঝরাতে সঙ্গে রাখুন ৭ পানীয়ের দাওয়াই

দেহের অন্যান্য অংশের চেয়েও পেটের মেদ নিয়ে চিন্তায় থাকেন সকলেই। শরীরচর্চা করতে শুরু করলে বুক, পিঠ, হাত এবং উরুর মেদ ঝরতে শুরু করলেও পেট বা কমোরের মেদ ঝরতে সময় লাগে বেশি। তবে পুষ্টিবিদেরা বলছেন, নিয়মিত কিছু পানীয় খেলে তাড়াতাড়ি কমতে পারে ওজন। অনেকেই এ ক্ষেত্রে লেবুর রস, মধু এবং উষ্ণ জলের উপর ভরসা করেন। তবে এই পানীয়টি ছাড়া আরও এমন অনেকগুলি পানীয় রয়েছে, যা খেলে মেদ ঝরতে পারে। ১) জিরে ভেজানো জল এই পানীয়ে ক্যালোরি নেই বললেই চলে। তাই বাড়তি মেদ জমার ভয় নেই। জিরে ভেজানো জল খেলে রক্তে শর্করার ভারসাম্য নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় থাকে। নিয়মিত এই পানীয় খেলে শরীর থেকে "টক্সিন"ও দূর হয়। ২) গরম জলে লেবুর রস এবং মধু মেদ ঝরাতে এই পানীয়ের উপর ভরসা করেন অনেকেই। লেবুর রস, মধু দেওয়া উষ্ণ জল শরীর থেকে দূষিত পদার্থ বার করে দিতে সাহায্য করে। লেবুর রসে থাকা পেকটিন নামক ফাইবারটি অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভাল রাখতেও সাহায্য করে। ফলে বিপাকহার উন্নত হয়। ৩) মৌরি ভেজানো জল মৌরিতে থাকা বিভিন্ন খনিজ, ফাইবার এবং অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট বিপাকহার উন্নত করে মেদ ঝরাতে সাহায্য করে। নিয়মিত মৌরি ভেজানো জল খেলে পেটফাঁপা, হজমের সমস্যাও নির্মূল হয়। ৪) গরম জলে আমলকির রস ভিটামিন সি-র গুণে সমৃদ্ধ আমলকি মেদ ঝরানোর পাশাপাশি হার্টের স্বাস্থ্যও ভাল রাখে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আমলকিতে থাকা "ক্রোমিয়াম" রক্তে "খারাপ" কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতেও সাহায্য করে। ৫) আদা জল দেহের অন্যান্য অংশের মেদ ঝরে গেলেও পেটের চর্বি গলতে চায় না সহজে। আদায় থাকা "জিনজেরন" এবং "শোগাওল" পেটের মেদ ঝরাতে সাহায্য করে। নিয়মিত আদা, জল খেলে হজমের সমস্যা থাকে না।

৬) অ্যাপল সাইডার ভিনিগার

অ্যাপল সাইডার ভিনিগারে থাকে অ্যাসেটিক অ্যাসিড। এই অ্যাসিডটি রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। যা পরোক্ষ ভাবে মেদ ঝরাতে সাহায্য করে। ৭) সব্জির রস ওজন ঝরাতে গেলে এমন খাবার খেতে হবে, যেগুলির ক্যালোরি কম। তাই ওজন ঝরাতে অনেকেই নানা রকম সব্জির রস খেয়ে থাকেন। এই পানীয়টিও মেদ ঝরাতে সাহায্য করে।

## বৃষ্টির মরসুমে মাংসের ভুনা খিচুড়ি

সকাল থেকেই বৃষ্টি হচ্ছে। আর বৃষ্টির মরসুম মানেই খিচুড়ি খেতে ইচ্ছে করে ছোট থেকে বড় সকলেরই। বর্ষার দিনে গরমাগরম খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজা পেলে আর কী চাই! তবে ফ্রিজে ইলিশ নেই! দুপুরের মেনুতে কচি পাঁঠার ঝোল ছিল। তাই খানিকটা মাংস আছে ফ্রিজে। কচি পাঁঠা দিয়ে ঝরঝরে ভুনা খিচুড়ি বানিয়ে নিলে সপ্তাহান্তটা কতটা জমবে, সে কথা বলার নয়। চটজলদি কী ভাবে মাংসের ভুনা খিচুড়ি বানাবেন, রইল রেসিপি। উপকরণ: পাঁঠার মাংস: ৪০০ গ্রাম (হাড় ছাড়া টুকরো করে কাটা),মুগডাল: ১ কাপ, বাসমতী চাল: ৩ কাপ, তেল: আধ কাপ, পেঁয়াজ কুচি: ১ কাপ, ছোট এলাচ: ৬টি, গরম মশলা: ১ চা চামচ, রসুন বাটা: ১ টেবিল চামচ, আদা বাটা: ১ টেবিল চামচ, হলুদ: ১ চা চামচ, লঙ্কা গুঁড়ো: ১ চা চামচ, জিরে, গুঁড়ো: ১ চা চামচ, ধনে গুঁড়ো: ১ চা চামচ, নুন: পরিমাণ মতো, কাঁচা লঙ্কা: ৪টি, ঘি: ২ চামচ প্রণালী: ননস্টিক কড়াই গরম করে আঁচ কমিয়ে ভেজে নিন মুগডাল। মুগডালের রং বাদামি হয়ে এলে নামিয়ে চালের সঙ্গে ধুয়ে জল ঝরাতে দিন। আর এক বার কড়াই গরম করে তাতে পেঁয়াজ কুচি ও গরম মশলা ভেজে নিন। পেঁয়াজ বাদামি বর্ণ হয়ে এলে তাতে অল্প জল দিয়ে দিন। কিছু ক্ষণ নাড়াচাড়া করার পর আদা ও রসুন বাটা দিয়ে আর এক বার নেড়ে নিন। কিছু ক্ষণ নাড়াচাড়া করার পর সব গুঁড়ো মশলা ও লবণ দিয়ে দিন। নাড়তে নাড়তে তেল ছেড়ে এলে মাংস দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিন। মিনিট কুড়ি ঢাকা দিয়ে মাংস সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। কিছু ক্ষণ পর ঢাকা খুলে চাল ও ডালের মিশ্রণটি মশলায় দিয়ে দিন। মিনিট দশেক আরও ভেজে নিন। চেরা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিন। ভাজা হয়ে এলে তাতে গরম জল ঢেলে দিয়ে আবারও ঢাকা দিয়ে দিন। এক কাপ চাল হলে দু'কাপ জল দিতে হবে। খানিক পড়ে ঢাকনা খুলে আরও একবার নাড়া চাড়া করে ১০ মিনিটের জন্যে দমে বসান। ১০ মিনিট পর ঢাকনা খুলে ঘি ছড়িয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন মাংসের ভুনা খিচুড়ি।

## হেঁশেলর থেকে আঁশটে গন্ধ তিন টোটকায় দ্রুত সমাধান পাবেন

বাহারি সব পদ রান্না করলেও যদি বাড়ি গন্ধে ভরে না ওঠে, তবে আর কী হল! কিন্তু এই গন্ধ যদি পরের দিনও থেকে যায়, তা হলেই মুশকিল। বিশেষ করে এই বর্ষায় স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় আঁশটে গন্ধ অস্বস্তির জন্ম দেয়। রান্না করার পর অনেকেই হেঁশেল পরিষ্কার করেন ভাল করে। তবু কিছুতেই গন্ধ কাটতে চায় না।

কোন টোটকা মেনে হেঁশেলের আঁশটে গন্ধ দূর করা সম্ভব?

কফি

ক্লান্তি দূর করতে না পারলেও কফি কিন্তু রান্নাঘরের গন্ধ তাড়াতে পারে। কফিতে রয়েছে নাইট্রোজেন, যা দুর্গন্ধ শোষণ করে নিতে পারে। হেঁশেলের বিভিন্ন অংশে কফির গুঁড়ো ছড়িয়ে রাখুন। কিছু ক্ষণ পর গন্ধ কেটে যাবে ধীরে ধীরে।

সেদ্ধ লেবুর খোসা

ঘরোয়া অনেক কাজেই লেবু ব্যবহার করা হয়। সুফলও পাওয়া যায়। রান্নাঘরের আঁশটে গন্ধ তাড়াতে লেবুর খোসা কাজে আসতে পারে। লবঙ্গ, দারচিনি, লেবুর খোসা এই তিনটি উপকরণ জলে ফোটান। যে ধোঁয়া উঠবে, তাতেই রান্নাঘরের গন্ধ চলে যাবে।

বেকিং সোডা

খাবার মুচমুচে করতে বেকিং সোডা উপকারী। হেঁশেলের দুর্গন্ধ তাড়াতেও কিন্তু ব্যবহার করতে পারেন বেকিং সোডা। এক গ্লাস জলে বেকিং সোডা গুলে সারা রাত হেঁশেলে রেখে দিন। পরের দিন সকালে উঠে দেখবেন গন্ধ চলে গিয়েছে।

## বর্ষায় প্রিয় পোষ্যটি ঘন ঘন অসুস্থ হয়?

বর্ষার আবহাওয়ায় ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়া ও ছত্রাকের সংক্রমণ থেকে কেবল নিজেকে বাঁচিয়ে রাখলেই চলবে না, পোষ্য কুকুরটিকেও যত্নে রাখা প্রয়োজন। এ মরসুমে ত্বকের সমস্যা হওয়া ছাড়াও ঠান্ডা লাগা, সর্দি-কাশি, পেটের সমস্যাতেও ভোগে পোষ্যরা। এই মরসুমে পোষ্যকে সুস্থ রাখতে বাড়তি নজর দিনে তাদের প্রতি।

বর্ষায় কী ভাবে নেবেন প্রিয় পোষ্যটির যত্ন?

১) বিকেলের দিকে অনেকেই পোষ্যকে বাইরে হাঁটাতে নিয়ে যান অনেকেই। তবে এই আবহাওয়ায় ওদের বেশি বাইরে না নিয়ে যাওয়াই ভাল। সব সময়ে বৃষ্টি না পড়লেও রাস্তা-ঘাট বেশির ভাগ সময়েই ভিজে থাকে। জল-কাদার সংস্পর্শে এসে নিউমোনিয়া, সর্দি-কাশি ছাড়াও ব্যাক্টেরিয়াজাত সংক্রমণ হওয়ার আশঙ্কা একেবারে ফেলে দেওয়া যায় না। খেয়াল রাখবেন কোনও ভাবে বৃষ্টির জল যেন পোষ্যর পেটে না চলে যায়। এর ফলে পোষ্যের পেটের গোলমালও দেখা দিতে পারে।

২) বর্ষায় পোষ্যকে পরিষ্কার রাখা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তবে প্রতি দিন স্নান করানো একদম ঠিক নয়। তবে ১৫ দিন অন্তর অ্যান্টিসেপ্টিক জাতীয় কোনও শ্যাম্পু দিয়ে স্নান করিয়ে নিন। এতে পোষ্যের ত্বকের র্যাশ, চুলকানি হওয়ার আশঙ্কা থাকবে না। স্নানের পর গা ভাল করে মুছে ফেলুন। ভেজা শরীর সংক্রমণের আঁতুড়ঘর। বর্ষায় পোষ্যর কান পরিষ্কার রাখুন।

৩) বর্ষায় পোষ্যের খাবার ও জল সুরক্ষিত রাখুন। কারণ এই দু"টি থেকেই সংক্রমণ হওয়ার আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি। বাইরে থেকে আনা কোনও জিনিসে যাতে মুখ না দেয়, সে দিকেও নজর দিন। জল খেতে দেওয়ার আগে ফুটিয়ে নিতে পারেন।

৪) বর্ষায় পোষ্যর কান পরিষ্কার রাখুন। কানের ভিতর যেন ভিজে না থাকে, সে দিকেও খেয়াল রাখুন। কান পরিষ্কার রাখতে নিমতেলও ব্যবহার করতে পারেন। ৫) এই মরসুমে পোষ্যের শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ এবং কৃমিজনিত রোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়। তাই বর্ষায় মনে করে নির্দিষ্ট পোষ্যকে টিকা দেওয়াতে ভুলবেন না। পোষ্যকে সুস্থ রাখতে কী কী করা প্রয়োজন, সে ব্যাপারে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

## মেথি-মৌরির গাছ হতে পারে ফ্ল্যাটের জানলাতেও

স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতন যাঁরা, তাঁরা প্রায় রোজই কিছু না কিছু ভেজানো জল খান। জিরে, ধনে, জোয়ান নানা রকম ভেষজ থাকে তালিকায়। তবে ভিজিয়ে রাখার পর ওই মশলাগুলি আর ব্যবহার করা যায় না। তাই ফেলে দেওয়া ছাড়া কোনও উপায় থাকে না। তবে এই বীজগুলি ফেলে না দিয়ে যদি বারান্দা বা হেঁশেলের জানলায় রাখা টবে ছড়িয়ে দেন, সেখান থেকে গাছ হয়ে উঠবে অনায়াসেই।

বিশেষ যত্নেরও প্রয়োজন পড়বে না। এমন কোন কোন গাছ রাখবেন বাড়িতে?

১) পুদিনা গরমকাল জুড়েই লেবু-নুন-চিনির শরবতে পুদিনা পাতা দিয়ে, মুখে এই পাতা বেটে মেখে এলেন। কিন্তু পাতা ছাড়িয়ে নেওয়ার পর কাণ্ডটির নীচের দিকটা যদি মাটিতে বসিয়ে দিতেন, তা হলেই পুদিনা গাছ বেড়ে উঠত অনায়াসে। ২) মেথি

মাথায় বেটে মাখবেন বলে যে কয়েকটি মেথি দানা ভিজিয়ে রেখেছিলেন, তার মধ্যে থেকে কয়েকটি তুলে আলাদা করে রাখুন। অন্য একটি পাত্রে জল দিয়ে এই দানাগুলি ভিজিয়ে রাখুন, যত ক্ষণ না কল বেরোয়। কল বেরোনো দানা মাটিতে ছড়িয়ে দিলেই মেথি গাছ হয়ে যাবে।

৩) ধনে

কাজের সুবিধার জন্য বেশির ভাগই গুঁড়ো মশলা ব্যবহার করেন। তবে ধনে ভেজানো জল তো খান মাঝেমধ্যেই। ভিজিয়ে রাখা ধনেই মাটিতে ছড়িয়ে দিলে গাছ হয়ে যাবে। ধনেপাতা আর বাজার থেকে কিনে আনতে হবে না।

৪) জিরে

মাছের ঝোলে ফোড়ন দেওয়া থেকে পেট ফাঁপার সমস্যা জিরের গুণেই সব নিয়ন্ত্রণে থাকতে পারে। আর বাড়িতেই যদি জিরের গাছ থাকে, তা হলে তো কথাই নেই। ধনের মতোই ভিজিয়ে রাখা জিরে থেকেও সহজে গাছ তৈরি করা সম্ভব।

৫) জোয়ান

ভেষজ বাগানে অন্য সব মশলার পাশাপাশি জোয়ান থাকা আবশ্যিক। হজমের গন্ডগোল থেকে বিপাকহার বাড়িয়ে তোলা সবেতেই জোয়ান কার্যকর। জলে ভেজানো কয়েকটি দানা ছড়িয়ে দিন। গাছ তৈরি হয়ে যাবে।

# ঘুসের টাকা নিতে গিয়ে ভিজিল্যান্স অফিসারদের কাছে হাতেনাতে ধৃত অসম পুলিশের এএসআই

গুয়াহাটি, ২ জুলাই (হি.স.) : মামলাকে দুর্বল করে জামিনের ব্যবস্থা করার নামে ঘুসের দু-হাজার টাকা নিতে গিয়ে ডিরেক্টরেট অব ভিজিল্যান্স অ্যান্ড অ্যান্টি করাপশনের অফিসারদের কাছে হাতেনাতে ধরা পড়েছেন অসম পুলিশের এক অ্যাসিস্টেন্ট সাব-ইনস্পেক্টর (এএসআই)। ধৃত এএসআই শুয়ালকুচি থানার কর্তব্যরত জয়নাল আলি।

এদিকে, ধৃত অবস্থায় এএসআই জয়নালের এক ছবি পোস্ট করে রাজ্যের ডিজিপি জিপি সিং তাঁর টুইটার হ্যান্ডলে এ খবর দিয়ে লিখেছেন, 'চমৎকার। নোংরা আবর্জনা সাফাই করতে আমাদের দ্রুততার সঙ্গে অভিযান অব্যাহত থাকবে।'

জানা গেছে, শুয়ালকুচি থানার অন্তর্গত এক অভিযুক্তের মামলা দুর্বল করে জামিনের ব্যবস্থা করতে সংশ্লিষ্ট পরিবারের কাছে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করেছিলেন এএসআই আলি। টাকা না দিলে জামিন-অযোগ্য ধারা প্রয়োগ করা হবে বলে ভয়ও দেখিয়েছিলেন তিনি। দাবি অনুযায়ী প্রথমে তারা দু-হাজার টাকা ঘুস দিয়েছিলেন জয়নাল আলিকে। কিন্তু আরও টাকা দেওয়ার দাবি করতে থাকেন তিনি। পরবর্তীতে দাবি মতো মোটা অঙ্কের টাকা দিতে অপারগ ওই পরিবার ডিরেক্টরেট অব ভিজিল্যান্স অ্যান্ড অ্যান্টি করাপশনের অফিসারদের শরণাপন্ন হন।

এর পর অফিসারদের কষা ছক অনুযায়ী এএসআই জয়নাল আলিকে নগদ দু-হাজার টাকা দিতে যাচ্ছিলেন ওই পরিবারের কোনও এক সদস্য। তখন তার কোঠার বাইরে সাদা পোশাকে অবস্থানকারী ডিরেক্টরেট অব ভিজিল্যান্স অ্যান্ড অ্যান্টি করাপশনের অফিসাররা ছুটে গিয়ে হাতেনাতে টাকা সহ এএসআই জয়নাল আলিকে পাকড়াও করেন।

## হাজারীবাগে বাস উল্টে নিহত এক, আশঙ্কাজনক ৩

হাজারীবাগ, ২ জুলাই (হি. স.) : বিহারের জেহানাবাদ থেকে রাজারপ্পা মন্দিরের পথে যাওয়ার সময় চৌপারান জেলার জিটি রোডে পিপরার কাছে উল্টে যায় একটি বাস। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার ভোরে। দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। ১২ জনেরও বেশি যাত্রী আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। বাসে ৩০ জন যাত্রী ছিল।

জানা গেছে, জেহানাবাদ জেলার ঘোসি থানা এলাকার ধামকপুর গ্রামের বাসিন্দারা একটি বাসে করে রাজারপ্পা মন্দিরে পূজা দিতে যাচ্ছিলেন। চৌপরানের জিটি রোডে পিপরার কাছে বাসটি উল্টে যায়। দুর্ঘটনায় সিকান্দার কুমার (২০) মারা যান এবং ১২ জন আহত হন। আহতদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। আহতদের মধ্যে রয়েছেন সঞ্জু দেবী (৪০), জিতু কুমার (১০), যশোমতি দেবী (৬০), শুভম কুমার (১০), বর্ষা কুমারী (১০), গঙ্গো দেবী (৪৫), লীলা দেবী (৪৫), রুবি দেবী (৩২), লালা গোপ (৬০) ও বিন্দেশ্বর গোপ (৬৫)। আহতদের মধ্যে কয়েকজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর অন্য হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

## জলমগ্ন গুজরাটে আজও অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বললেন অমিত শাহ

আহমেদাবাদ, ২ জুলাই (হি.স.) : গত কয়েক দিন ধরে প্রবল বর্ষণে জেরবার গুজরাত। বৃষ্টিতে গুজরাতের বহু জেলায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। গত দু'দিনে রাজ্যে মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের। এরই মধ্যে আর ফের রাজ্যেরব বিভিন্ন অঞ্চলে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ফলে স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি রাজ্য প্রশাসনের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে ইতিমধ্যেই গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র পটেলের সঙ্গে কথা বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন, ভারী বৃষ্টির কারণে গুজরাতের বহু জায়গায় বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বন্যাকবলিত এলাকায় সব রকম সহযোগিতা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছে সরকার।

মৌসম ভবন জানিয়েছে, এখনই বৃষ্টি থেকে রেহাই মিলবে না। ২ জুলাই জুনাগড়, জামনগর, ভালসার এবং সুরাতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ফলে স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি রাজ্য প্রশাসনের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। কারণ গত কয়েক দিনের বৃষ্টিতে এমনিতেই প্লাবিত হয়ে আছে ওই জেলাগুলির বহু জায়গা। নতুন করে আবার বৃষ্টিতে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে রাজ্য প্রশাসন। কোনও কোনও গ্রামে ৫ ফুট পর্যন্ত জল উঠে গিয়েছে। সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি জুনাগড় জেলার। মৌসম ভবন জানিয়েছে, আগামী ৫ জুলাই পর্যন্ত বৃষ্টি চলবে এই জেলায়। জুনাগড়ে ওজাত এবং হিরণ বাঁধ থেকে জল ছাড়ার কারণে রাস্তা এবং বহু সেতু জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে। ফলে বহু গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে ইতিমধ্যেই গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র পটেলের সঙ্গে কথা বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন, "ভারী বৃষ্টির কারণে গুজরাতের বহু জায়গায় বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বন্যাকবলিত এলাকায় সব রকম সহযোগিতা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছে সরকার।"

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ)। রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এসডিআরএফ) এবং স্থানীয় প্রশাসন একযোগে ত্রাণ বিলি এবং উদ্ধারের কাজ করছে।

রাজ্য প্রশাসন সূত্রে খবর, শহর এবং গ্রামাঞ্চলের নীচু এলাকাগুলির অবস্থা ভয়াবহ। ওই নীচু এলাকাগুলি থেকে বাসিন্দাদের উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে সরানো হয়েছে। সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি কচ্ছ, জামনগর, জুনাগড় এবং নবসারি জেলার। গত ২৪ ঘণ্টায় সৌরাষ্ট্র-কচ্ছ এবং দক্ষিণ গুজরাতে অতি ভারী বৃষ্টি হয়েছে।

রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী সূত্রে খবর, শনিবার জুনাগড় জেলার বিসাভাদর তালুকে ৩৯৮ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। জামনগর জেলার জামনগর তালুকে ২৬৯ মিলিমিটিরা। ভালসারের কাপরাদায় ২৪৭ মিলিমিটার, কচ্ছের আঞ্জরে ২৩৯ মিলিমিটার, এবং নবসারির খেরগামে ২২২ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে।

## পঞ্চায়েত ভোটের প্রচারে বীরভূমে 'খেলা হবে' স্লোগান কাজল শেখের

সিউড়ি, ২ জুলাই (হি.স.): পঞ্চায়েত ভোটের প্রচারে 'খেলা হবে' স্লোগান। বিরোধীদের উদ্দেশে বীরভূম জেলা তৃণমূলের কোর কমিটির সদস্য এবং জেলা পরিষদের প্রার্থী কাজল শেখের গলায় শোনা গেল 'খেলা হবে' স্লোগান। তাঁর হুঁশিয়ারি, যাঁরা রাতের অন্ধকারে প্রচারের নামে আদিবাসী, অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষজনকে টাকা দিয়ে, মদ খাইয়ে ভুল বোঝাতে আসবেন, তাঁদের দেখে নেওয়া হবে! তখন খেলাও হবে! কী 'খেলা হবে', তা অবশ্য কাজল খোলসা করেননি।

তাঁদের উপস্থিতিতেই বিজেপির উদ্দেশে হুঁশিয়ারি দিয়ে কাজল শেখ বলেন, 'যদি ধরতে পারে, রাতের অন্ধকারে, এখন কথাটা বলব না। তখন তোমরা বুঝতে পারবে। রাতের অন্ধকারে প্রচার করতে নয়। বিজেপির কাছে প্রচুর টাকা আছে। রাতের অন্ধকারে যারা আমার আদিবাসী সম্প্রদায়ের ভাই আছে, যাদের মধ্যে শিক্ষার হারটা কম, তাদেরকে অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে, মদে আসক্ত করে, ভুল পথে যারা পরিচালনা করবে, তাদেরকে দেখে নেব। যারা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করবে, তাদেরকে দেখে নেব। দেখে নেবই।'

গরু পাচার মামলায় গ্রেফতার হয়ে তিহাড় জেলে বন্দি রয়েছেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ তৃণমূল নেতা। আর, যেদিন ফের খারিজ হল অনুব্রত মণ্ডলের জামিনের আবেদন, সেদিনই বীরভূমে দাঁড়িয়ে অনুব্রত মণ্ডলের ঢঙে হুঙ্কার দিলেন তৃণমূলের জেলা পরিষদের প্রার্থী কাজল শেখ। বললেন, 'সময় কথা বলবে, যদি তারা আসে। আসতে বলুন, দেখতে পাবেন কী খেলা হবে

## সুপ্রিম কোর্টে এক সপ্তাহের অন্তর্বর্তী জামিন পেলেন তিস্তা শেতলবাদ

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই (হি.স.) : সুপ্রিম কোর্টে জামিন পেলেন সমাজকর্মী তিস্তা শেতলবাদ। বিশিষ্ট সমাজকর্মী তিস্তা শেতলবাদের জামিনের আবেদন শনিবার খারিজ করে দিল গুজরাট হাইকোর্ট। জামিন-আর্জি খারিজ করে অবিলম্বে তাঁকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। তবে এদিন সন্ধ্যাতেই এই নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন সমাজকর্মীর আইনজীবী। রাতেই দুই বিচারপতির বেঞ্চে বিষয়টির শুনানি হয়। তবে, তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ হওয়ায় মামলাটি বৃহত্তর বেঞ্চে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এরপরই তাঁকে এক সপ্তাহের অন্তর্বর্তী জামিন দিয়েছে বৃহত্তর বেঞ্চ। উল্লেখ্য, ২০০২ সালের গুজরাট দাঙ্গায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ক্লিন চিট দেওয়ার পর তিস্তা শেতলবাদের বিরুদ্ধে 'প্রমাণ জালিয়াতির' অভিযোগে মামলা করা হয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি প্রধানমন্ত্রী মোদীর ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত করার লক্ষ্যে এই কাজ করেছিলেন। গুজরাট পুলিশ এফআইআর নথিভুক্ত করার পরে ২০২২-এর ২৫ জুন সমাজকর্মী তিস্তা শেতলবাদকে গ্রেফতার করা হয়। সেপ্টেম্বরে সুপ্রিম কোর্ট অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন মঞ্জুর করলে তাঁকে গুজরাটের সবরমতী জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া একাধিক মামলা এখনও বিচারাধীন। শনিবার গুজরাট হাই কোর্ট শীতলবাদের জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়ে তাঁকে যত দ্রুত সম্ভব আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয়। বিচারপতি নির্জর দেশাই এই নির্দেশ দেওয়ার পর আইনজীবী মিহির ঠাকোরে আদালতের কাছে এই নির্দেশ কার্যকর করার জন্য ৩০ দিন সময়ের আবেদন করলেও আদালত সেই আবেদনে সাড়া দেয়নি।

## ৪৯০৩ জন অমরনাথ তীর্থযাত্রীর তৃতীয় ব্যাচ জম্মু বেস ক্যাম্প ছেড়েছে

এখন পর্যন্ত মোট ১২৮০৭ তীর্থযাত্রী বাবার বরফমূর্তি দর্শন করেছেন

জম্মু, ২ জুলাই (হি.স.) : জম্মুর বেস ক্যাম্প থেকে রবিবার ৪৯০৩ জন অমরনাথ তীর্থযাত্রীর তৃতীয় ব্যাচ রওনা হয়েছে। এর সাথে এ পর্যন্ত মোট ১২৮০৭ তীর্থযাত্রী বাবা বরফানি দর্শন করেছেন।

প্রশাসনের মতে, রবিবার সকালে ২৩৪৬ তীর্থযাত্রীকে ১৩১টি গাড়ির একটি কনভয়ে বালতাল বেস ক্যাম্পে পাঠানো হয়েছিল। এখন পর্যন্ত ৩.৫ লক্ষেরও বেশি মানুষ তীর্থযাত্রার জন্য অনলাইনে নিবন্ধিত হয়েছেন। ৬২ দিনের তীর্থযাত্রার প্রথম দিনে, ৮০০০ এরও বেশি তীর্থযাত্রী অমরনাথ গুহায় প্রার্থনা করেছিলেন, উভয় রুট, পাহলগাম এবং বালতাল থেকে এসেছিলেন।

## কোচবিহার জেলায় এসে পৌঁছোল কেন্দ্রীয় বাহিনী

নিশিগঞ্জ, ২ জুলাই (হি. স.) : কোচবিহার জেলার বিভিন্ন থানার অধীনে একে একে বাহিনী আসতে শুরু করেছে। রবিবার দুপুরে কোতোয়ালি থানার চান্দামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা টহল দেয়।

এদিন চান্দামারি প্রাণনাথ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা প্রথমে পৌঁছোয় রাজপুর গ্রামে। পরে সংলগ্ন আরও কয়েকটি এলাকায় টহল দেয় বাহিনী। কোতোয়ালি থানার এসআই রূপক ঘোষ সহ পুলিশ আধিকারিকদের নেতৃত্বে টহল দেয় বিভিন্ন এলাকায়। টহল দেওয়ার সময় এদিন সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথাও বলেন আধিকারিকরা। ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে কি না! গ্রামবাসীদের কাছে জানতে চান তাঁরা। নির্ভয়ে ভোট দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয় পুলিশের তরফে।

## এবার ভাঙন এনসিপিতে, মহারাষ্ট্রের উপ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন অজিত পওয়ার

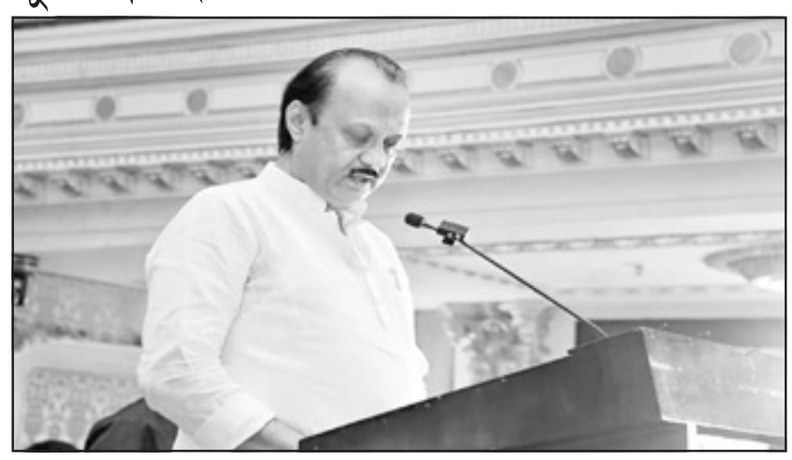

মুম্বই, ২ জুলাই (হি. স.) : শিবসেনার পর এবার ভাঙন ধরল শরদ পওয়ারের দল এনসিপিতেও। মহারাষ্ট্রের শিবসেনা-বিজেপি জোট সরকারে যোগ দিলেন পওয়ারের ভাইপো তথা মহারাষ্ট্র বিধানসভার বিদায়ী বিরোধী দলনেতা অজিত পওয়ার। রবিবার মহারাষ্ট্রের রাজভবনে গিয়ে শপথ নেন অজিত-সহ অন্য এনসিপি নেতারা। মন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন প্রবীণ এনসিপি নেতা ছগন ভুজবলও। মহারাষ্ট্রের শাসক জোটের একটি সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, একনাথ শিন্ডে মন্ত্রিসভায় উপমুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন অজিত। গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকের দায়িত্ব পেতে চলেছেন অন্য এনসিপি বিধায়করা।

এনসিপি সূত্রে খবর, সরাসরি বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন না অজিত। তবে তাঁর সঙ্গে প্রায় ৪০ জন এনসিপি বিধায়কের সমর্থন রয়েছে। বর্তমানে মহারাষ্ট্র বিধানসভায় এনসিপির ৫৩ জন বিধায়ক রয়েছেন। অজিতের ঘনিষ্ঠমহল সূত্রে খবর, বিধায়ক সংখ্যার নিরিখে তিনিই যে এনসিপির 'প্রকৃত' স্বত্ত্বাধিকারী, আগামী দিনে তার প্রমাণ করার তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছেন অজিত।

রবিবার নিজের বাসভবনে দলীয় বিধায়কদের একাংশকে নিয়ে বৈঠকে বসেন অজিত পওয়ার। এনসিপি সূত্রের খবর, এই বিধায়কদের প্রত্যেকেই দলের অন্দরে 'অজিত অনুগামী' বলে পরিচিত।

রবিবার সকালে অজিত পওয়ার বৈঠক করেন বেশ কয়েকজন দলীয় নেতার সঙ্গে। শরদ পওয়ার এই বৈঠক সম্পর্কে কিছু জানতেন না। অজিতের বাসভবন 'দেবগিরি'তে উপস্থিত নেতা-বিধায়কদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম দলের এক বর্ষীয়ান নেতা ছগন ভুজবল।

সবচেয়ে আশ্চর্যের, বর্তমানে দলের অন্তর্বর্তীকালীন সভাপতি শরদ-কন্যা সুপ্রিয়া সুলেও সেই বৈঠকে ছিলেন। যদিও দলের রাজ্য সভাপতি জয়ন্তী পাটিল অনুস্থিত ছিলেন।

শেষপর্যন্ত অজিতের 'বিদ্রোহে'র পরই এনসিপির ফাটল স্পষ্ট হল। এই পরিস্থিতিতে সমস্ত রকম দলীয় অনুষ্ঠান বাতিল করেছেন হতাশ শরদ পওয়ার।

প্রসঙ্গত, আগেই অজিত জানিয়েছিলেন, বিরোধী দলনেতার পদ নয়, তিনি চান সংগঠনের ক্ষমতা। কিন্তু তাঁর সেই দাবিকে আমল দেননি শরদ। ফলে এনসিপিতে অজিতেরর ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠেই গিয়েছিল।

## বুন্দেলখন্ড এক্সপ্রেসওয়েতে দুর্ঘটয়া মৃত ২

জালাউন, ২ জুলাই (হি. স.) : উত্তর প্রদেশের কুথুন্ড থানা এলাকা বুন্দেলখন্ড এক্সপ্রেসওয়েতে একটি দ্রুতগামী ট্রাক দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাককে ধাক্কা দেয়। রবিবার ভোরে দুর্ঘটনায় চালক ও খালাসিরর মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়েছে।

বুন্দেলখণ্ড এক্সপ্রেসওয়ের ২২৩ পয়েন্ট ০৪-এ দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকটিকে পেছন থেকে ধাক্কা দেয় আর একটি ট্রাক। দূর্ঘটনায় ট্রাকের কেবিনে আটকা পড়েন চালক শেখান হোসেন (২৮), খালাসি মানসিং (২৫)। খবর পেয়ে কুথুন্দ থানার পুলিশ এসে কেবিন থেকে কেটে দুই যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ওরাই মর্গে পাঠানো হয়েছে।

## পঞ্চায়েত ভোটের জন্য নকল ব্যালট পেপার ছাপা হচ্ছে, বিস্ফোরক কংগ্রেস নেতা মোহিত সেনগুপ্ত

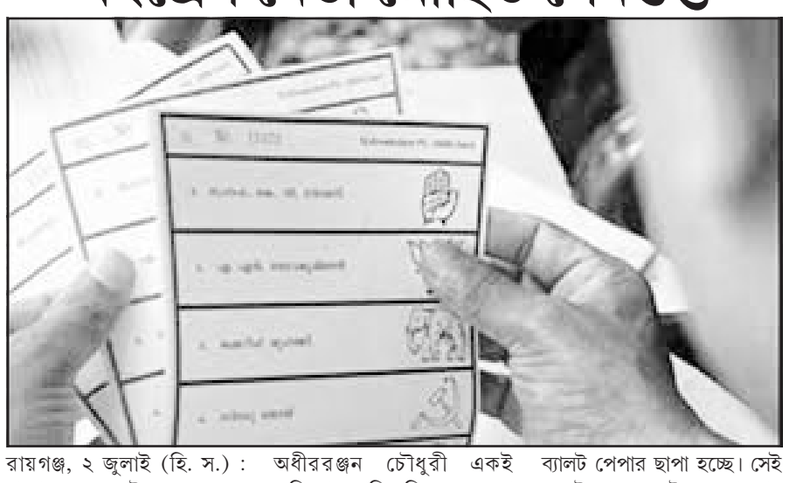

রায়গঞ্জ, ২ জুলাই (হি. স.) : পঞ্চায়েত ভোটের জন্য নকল ব্যালট পেপার ছাপা হচ্ছে। বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন উত্তর দিনাজপুর জেলা কংগ্রেসের সভাপতি তথা প্রাক্তন বিধায়ক মোহিত সেনগুপ্ত। রবিবার একটি ব্যালট পেপার নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে মোহিতবাবু দাবি করেন, 'পঞ্চায়েত ভোটের জন্য নকল ব্যালট পেপার ছাপা হচ্ছে। যা মানুষের ভোট লুঠ করতে ব্যবহার করবে শাসকদল। এর আগে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী একই অভিযোগ জানিয়েছিলেন। আমরা রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি।' মোহিতবাবুর অভিযোগ, 'তৃণমূল নকল ব্যালট পেপার ছাপছে। মানুষের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। এদিন রায়গঞ্জ ব্লকের কমলাবাড়ি অঞ্চলের এক বাসিন্দা এই ব্যালট পেতেই আমাদের জানান। মানুষের রায়কে বদলে দিতে ব্যবহার করা হবে এই ব্যালট। তৃণমূল ভয়ংকর কারচুপির খেলা খেলছে।' তিনি বলেন, 'নকল ব্যালট পেপার ছাপা হচ্ছে। সেই ব্যালট বুথ থেকে স্ট্রংরুমে যাওয়ার পথে পরিবর্তিত হবে। ব্যালটে সিরিয়াল নম্বর আছে। বাড়িতে ব্যালটে ভোট দিয়ে সেই ব্যালট ভোট কেন্দ্রে জমা দিতে বলছেন তৃণমূলকর্মীরা।' কংগ্রেস নেতার অভিযোগ, 'মানুষের ভোটকে পরিবর্তন করে, নিজেদের জয় নিশ্চিত করতে চাইছে শাসকদল।' এদিন কমলাবাড়ি অঞ্চলের উদয়পুর এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি বুথের ব্যালট পেপার সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন মোহিতবাবু।

## পুঞ্চে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে নিরাপত্তা বাহিনী

পুঞ্চ, ২ জুলাই (হি.স.): রবিবার পুঞ্চ জেলার নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে নিরাপত্তা বাহিনী তল্লাশি অভিযান শুরু করে। এখনও নিরাপত্তা বাহিনীর তল্লাশি অভিযান চলছে।

পুলিশ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সন্দেহজনক গতিবিধির খবর পেয়ে বালাকোট সেক্টরের ডাবি ধরতি এলাকায় সেনাবাহিনী ও পুলিশ যৌথ তল্লাশি অভিযান শুরু করে। এ সময় নিরাপত্তা বাহিনী আসা-যাওয়ার সব রুট বন্ধ করে দিয়েছে। এ খবর লেখা পর্যন্ত নিরাপত্তা বাহিনীর তল্লাশি অভিযান চলছিল।

## চোটের কারনে ভার্চুয়াল প্রচারে নামছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২ জুলাই (হি. স.) : হেলিকপ্টার বিভ্রাটে চোট পেয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার জেরে এখন বাড়িতেই রয়েছেন তিনি। চিকিৎসকরা আপাতত তাঁকে বাইরে বেরতে বারণ করেছেন। পঞ্চায়েত ভোটে তাঁর পক্ষে এবারের মতন আর সশরীরে গিয়ে কোথাও প্রচার করা সম্ভব হবে না। তাই এবার সোমবার থেকেই শুরু হয়ে যাচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভার্চুয়াল সভা। বাড়িতে বসে মোবাইলে বক্তব্য রাখবেন তিনি। শুনবেন জনতা।

সভাতে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা তৃণমূল নেতা ফিরহাদ হাকিম থেকে শুরু করে দলের জেলাস্তরের শীর্ষ নেতারা। সেখানেই দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের উদ্দেশে ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উল্লেখ্য, পঞ্চায়েত ভোটের আগে রাজ্যের বেশ কিছু জায়গায় প্রচার করার কথা ছিল মমতা। শুরুও করে দিয়েছিলেন উত্তরবঙ্গ থেকে। কোচবিহারে, জলপাইগুড়িতে সভা করে ফেলেছেন। সেখান থেকে ফেরার সময়েই ঘটে বিপত্তি। আবহাওয়ার দুর্যোগের কারণে হেলিকপ্টারের মধ্যে পায়ে ও কোমরে চোট পান মমতা। তারপর কলকাতায় ফিরে সোজা এসএসকেএম হাসপাতাল। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁর শারীরিক অবস্থা খতিয়ে দেখে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। চিকিৎসকরা আপাতত তাঁকে বাইরে বেরতে বারণ করেছেন।

## বিহারে বজ্রপাতে তিনজনের মৃত্যুতে শোকাহত নীতিশ, ঘোষণা করলেন আর্থিক সাহায্যের

পাটনা, ২ জুলাই (হি. স.) : বিহারে বজ্রপাতে তিনজনের মৃত্যুর ঘটনায় গভীর ভাবে শোকাহত মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার।তিনি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। ঘোষণা করেছেন আর্থিক সাহায্যের।
মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, এই দুর্যোগের সময়ে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে আছেন। তিনি অবিলম্বে নিহতদের প্রত্যেকের পরিবারকে ৪ লাখ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। নীতিশ জনগণের কাছে আবেদন করেছেন যে খারাপ আবহাওয়ায় সকলকে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। খারাপ আবহাওয়ার সময় বজ্রপাত এড়াতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের পরামর্শ অনুসরণ করুন। বাড়ির ভিতরে থাকুন এবং খারাপ আবহাওয়ার সময় নিরাপদ থাকুন।

## অসম : ডবকায় সড়ক দুর্ঘটনা, ডাম্পারের ধাক্কায় হত দুই শিশুকন্যা সহ বাবা

নগাঁও (অসম), ২ জুলাই (হি.স.) : নগাঁও জেলার অন্তর্গত ডবকায় জাতীয় সড়কে দুরন্ত একটি ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে দুই শিশুকন্যা সহ তাদের বাবার। নিহত শিশুকন্যা দুটির বয়স যথাক্রমে ছয় এবং সাত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে নিহত ব্যক্তি বা তাঁর মেয়েদের পরিচয় এ খবর লেখা পর্যন্ত উদ্ধার হয়নি।
জানা গেছে, ডবকার জাব্রাখোয়া এলাকায় সংঘটিত হয়েছে সড়ক দুর্ঘটনাটি। জাতীয় সড়কের ওপর দিয়ে নিজের পালসার বাইকে তুলে দুই মেয়েকে নিয়ে যাচ্ছিলেন বাবা। সে সময় এএস ০১ বিসি ৯৫০৪ নম্বরের দুরন্ত একটি ডাম্পার এসে বাইককে সজোরে ধাক্কা মারে। প্রচণ্ড ধাক্কায় দুই শিশু সহ তিন বাইক আরোহী ছিটকে পড়েন।
ঘটনার খবর পেয়ে অকুস্থলে ছুটে যায় ডবকা থানার পুলিশ। তাঁরা রক্তাক্ত অবস্থায় সংজ্ঞাহীন তিনজনকে রাস্তা থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু হাসপাতালে কর্তব্যরত ডাক্তার তাদের তিনজনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন।

## সোমবার হাইলাকান্দি শিরিষপুরে ফসল বীমা শিবির

হাইলাকান্দি (অসম) ২ জুলাই (হি.স.) : হাইলাকান্দির শিরিষপুর জিপি কার্যালয়ে সোমবার প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনার বীমা করার জন্য শিবির খোলা হবে। চলতি মৌসুমের শাইল ধানের জন্য এই বীমা কার্যকর থাকবে। গত শনিবার থেকে শুরু হওয়া জেলায় চলতি প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা সপ্তাহ পালনের অঙ্গ হিসাবে পূর্বকীর্তারবন্ধ রাজ্যেশ্বরপুর জিপি কার্যালয়ে অনুরূপভাবে ৪ জুলাই শিবির খোলা হবে।
এছাড়া বাউয়ারঘাট জিপি কার্যালয়ে ৫ জুলাই, হরিশনগর জিপি কার্যালয়ে ৬ জুলাই, বলদাবলদি নগদীগ্রাম সুদর্শনপুর কারিছড়া জিপি কার্যালয়ে ৭ জুলাই শিবির চলবে। শিবির গুলি প্রতিদিন সকাল ১১ টায় শুরু হবে। কৃষকদেরকে এতে তাদের আধার কার্ড ব্যাংক পাসবুক এবং জমির দলিল নিয়ে বীমার জন্য উপস্থিত থাকতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।শাইল ধান চাষের ফসল বীমা সম্পর্কে এই শিবির গুলিতে কৃষকদেরকে অংশগ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসন থেকে আবেদন জানানো হয়েছে। আজ রবিবার এই সপ্তাহ পালনের অঙ্গ হিসাবে উত্তর কাঞ্চনপুর জিপি কার্যালয়ে শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

## জরুরী পরিষেবা

**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

## হাইলাকান্দিতে জলাতঙ্কের ভ্যাকসিন

হাইলাকান্দি (অসম) ২ জুলাই (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলার কাটলীছড়া ব্লকের হরিশনগর জিপির কালিদাসপুঞ্জি এবং গারদপুঞ্জি এলাকায় গৃহপালিত সারমেয়দের জলাতঙ্কের ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি গৃহপালিত শুকরের ও রোগ প্রতিরোধী ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এবং পশু পালন বিভাগের ব্যবস্থাপনায় শনিবার ওই এলাকায় শিবির স্থাপন করে ৯৮টি শুকর এবং ৪৩ টি গৃহপালিত কুকুরকে এই ভ্যাকসিন দেওয়া হয়।

## বাঁধের কাজ করতে গিয়ে পায়ে দড়ি পেঁচিয়ে নদীতে তলিয়ে মৃত্যু শ্রমিকের

মাটিগাড়া, ২ জুলাই (হি.স.): বালাসনে বাঁধের কাজ করতে গিয়ে পায়ে দড়ি পেঁচিয়ে নদীতে তলিয়ে মৃত্যু হল এক শ্রমিকের। মৃতের নাম ফজলুল করিম। তিনি ময়নাগুড়ির বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, রবিবার নৌকোতে বাঁধের কাজের সরঞ্জাম নিয়ে নদী পারাপার করছিলেন ফজলুল। সেই সময় পায়ে দড়ি পেঁচিয়ে তিনি নদীতে পড়ে যান।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, বালাসন নদীতে বাঁধের কাজ শুরু হয়েছে। কাজের জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে শ্রমিকরা এসেছেন। প্রতীপ ভৌমিক নামে এক শ্রমিক জানান, বাঁধের কাজের জন্য সারাদিনে বারবার নদী পারাপার করতে হয়। সেইমতো এদিন বেলা সাড়ে ৩টা নাগাদ নৌকোতে বেশ কিছু দড়ি, বাঁধ তৈরির সরঞ্জাম নিয়ে নদী পারাপার করছিলেন ফজলুল। সেই সময় হঠাৎই পায়ে দড়ি পেঁচিয়ে ফজলুল বেসামাল হয়ে নদীতে পড়ে যান। ফজলুলকে বাঁচানোর চেষ্টাও করেন তাঁরা। কিন্তু জলের তোড়ে নিখোঁজ হয়ে যান তিনি। পরে ঘটনাস্থল থেকে প্রায় ১০০ মিটার দূরে ফজলুলের দেহ ভেসে ওঠে। ঘটনাস্থলে মাটিগাড়া থানার পুলিশ পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

## লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে রাজ্য সরকারকে তোপ শুভেন্দুর

কলকাতা, ২ জুলাই (হি.স.): লঙ্কা থেকে পটল, টমেটো থেকে ঢ্যারশ, মাঝ-মাংসের অগ্নিমূল্য নাভিশ্বাস উঠছে আমদির। ৩০০-র গণ্ডি পার করে গিয়েছে আদার দাম। নাজেহাল অবস্থা আম-জনতার। লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে রাজ্য সরকারকে চাঁচাছোলা ভাষায় তোপ দেগেছেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুর দাবি, প্রশাসনিক অব্যবস্থার জন্যই দাম বাড়ছে শাক-সবজির। টাস্ক ফোর্সের কাজের কোনও প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না বলেও অভিযোগ করেন তিনি।
রবিবার রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী টুইটে কটাক্ষ করে লেখেন, 'আরে ও নন্দলাল, গরীব মানুষের পাতে কি জুটবে শুধু নুনের সাথে মোদীজির দেওয়া বিনা পয়সার চাল? একমাস আগের বাজার দরের সঙ্গে বর্তমান বাজার দরের তফাৎ করলে বোঝা যাবে যে, হাটবাজারে আগুন লেগেছে। এটা বললেও বাড়াবাড়ি হবে না যে, সবজির দাম এই মুহূর্তে সর্বকালের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। আনাজের দাম নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে টাস্ক ফোর্স গঠন করেছিলেন, যার উদ্দেশ্য ছিল হঠাৎ করে বাজার হাটে শাক—সবজির দাম বেড়ে গেলে তা নিয়ন্ত্রণ করা। কিন্তু আদতে তার প্রতিফলন কখনই দেখা যায় না।'
শুভেন্দুর দাবি, লোক দেখানো পদক্ষেপ করে 'সুফলা বাংলা' বিপণিতে দাম খানিক কমালে কোনও লাভ হয় না। ৫ শতাংশ লোকের উপরেও এর কোনও প্রভাব পড়বে না।

## খড়িবাড়িতে পাইকারি সবজি বাজার নিয়ে জটিলতা অব্যাহত

খড়িবাড়ি, ২ জুলাই (হি.স.): খড়িবাড়ি ব্লকে পাইকারি সবজি বাজার নিয়ে উদ্ভুত সমস্যার সমাধানের কোনও লক্ষণ নেই। পাইকারি বাজারের জটিলতায় কৃষকরা দ্বিধাবিভক্ত। এ নিয়ে খড়িবাড়ি ব্লকের অধিকারীতে রবিবার ফের বৈঠক করেন কৃষক ও পাইকারদের একাংশ। এদিন বৈঠকে খড়িবাড়িতে দখল হওয়া সরকারি হাটের জমিতে অবৈধভাবে নির্মিত সমস্ত দোকান ও বিল্ডিং বুলডোজার দিয়ে ভাঙার দাবি তোলেন কয়েকজন কৃষক। অন্যথায় অধিকারীতেই পাইকারি বাজার বসবে বলে সাফ জানান তাঁরা।
উল্লেখ্য, গত ১৯ জুন থেকে খড়িবাড়িতে পাইকারি সবজি বাজার নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়। সংখ্যাগরিষ্ট কৃষক ও পাইকাররা জোট বেঁধে খড়িবাড়ি থেকে দীর্ঘদিনের সবজি বাজার হঠাৎ করে সরিয়ে ৩ কিমি দূরে অধিকারী হাটে বসান। একইভাবে ভালুকগাড়া ও বাতাসির দীর্ঘদিনের পাইকারি সবজি বাজার বন্ধ করে কৃষকরা। কৃষকদের অভিযোগ, খড়িবাড়িতে ডিআই ফান্ডের প্রায় ৭৫ বিঘা সরকারি হাটের জমি দখল করে বড় বড় বিল্ডিং ও দোকান তৈরি করা হয়েছে। সবজি নিয়ে বসার জায়গা না থাকায় তাঁদের দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার উপর বসতে হচ্ছিল। এছাড়াও নিত্যদিনের যানজট, বচসা, তোলাবাজির জন্য কৃষকরা অতিষ্ট। প্রশাসনকে বারংবার বলেও কোনও কাজ হয়নি। তাই অধিকারীর ডিআই ফান্ড হাটে পাইকারি সবজি বাজার বসানো শুরু করে কৃষকদের একাংশ। এরপর কৃষক ও এলাকার ব্যবসায়ীরা পৃথকভাবে আন্দোলন শুরু করে। কয়েকদিন ধরে প্রশাসন, রাজনৈতিক দল ও ব্যবসায়ীদের তরফে কৃষকদের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনা চলে। আংশিক দখলমুক্ত করা হয় সরকারি হাটের জমি। অবশেষে শুক্রবার খড়িবাড়িতে পাইকারি সবজি বাজার বসে।
তবে আজ ফের তিন শতাধিক কৃষক ও পাইকার অধিকারী হাটে বৈঠকে বসে। কৃষকদের দাবি, খড়িবাড়িতে ডিআই ফান্ডের সরকারি হাটের জায়গা বুলডোজার চালিয়ে দখল মুক্ত করতে হবে। কৃষকদের পাশাপাশি এলাকার সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে উপযুক্ত পরিকাঠামোযুক্ত স্থায়ী কৃষক বাজার তৈরি করুক প্রশাসন। অন্যথায় অধিকারীতেই বসবে পাইকারি সবজি বাজার।-

## প্রয়াত বদরপুরের প্রাক্তন বিধায়ক সিপিআইএম নেতা রামেন্দ্র দে

বদরপুর (অসম), ২ জুলাই (হি.স.) : চলে গেছেন দক্ষিণ অসমের বদরপুরের প্রাক্তন বিধায়ক সিপিআইএম নেতা রামেন্দ্র দে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। রেখে গেছেন স্ত্রী, দুই ছেলে, এক মেয়ে, জামাতা, পুত্রবধূ, নাতি-নাতনি সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধকে। বার্ধক্যজনিত কারণে বামনেতা রামেন্দ্র দে প্রয়াত হয়েছেন বলে জানা গেছে।
আজ রবিবার বিকাল চারটায় শেষ নিঃশ্বাস করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। আগামীকাল সোমবার সকালে তাঁর অঙ্গীকার মতো শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মরণোত্তর দেহ দান করা হবে বলে পারিবারিক সূত্রে জানানো হয়েছে।

# শিলঙে 'রাধারমণ সম্পর্ক অভিযান যাত্রা'র সূচনা বারইগ্রাম কেন্দ্রীয় কমিটির

শিলং, ২ জুলাই (হি.স.) : বারইগ্রাম গুরুধাম ও প্রভুপাদ শ্রীশ্রী রাধারমণ গোস্বামীজিউ সকলের গুরু, এই বার্তাকে সামনে রেখে প্রভুর নাম প্রচার ঘরে ঘরে পৌঁছাতে হবে। হরিনামের সঙ্গে প্রভুর নাম বিলিয়ে দিকে দিকে সনাতন ধর্মের জোর প্রচার করতে সকল গুরুভ্রাতা ও ভগ্নিদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে কেন্দ্রীয় কমিটির পাশাপাশি শিলং রাধারমণ সংঘ।
রবিবার বারইগ্রাম শ্রীশ্রী গোপালজিউ শ্রীশ্রী রাধাবিনোদ জিউ ও শ্রীশ্রী রাধারমণ গোস্বামীজিউ আশ্রমের কেন্দ্রীয় কমিটির 'রাধারমণ সম্পর্ক অভিযান যাত্রা'র সূচনা হয়েছে শিলং রাধারমণ সংঘের সভায়। প্রবীণ গুরুভ্রাতা মনীন্দ্রকুমার দাসের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভার শুরুতে সম্পর্ক অভিযানের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক তরুণ চৌধুরী। পরবর্তীতে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনায় অংশ নেন কেন্দ্রীয় কমিটির কোষাধ্যক্ষ কৌশিকরঞ্জন দে, সাংগঠনিক সম্পাদক নীরেন পাল, শিলং রাধারমণ সংঘের সভাপতি মিহিরচন্দ্র ঘোষ, সম্পাদক অনঙ্গমোহন পাল।
আলোচনাকালে কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক তরুণ চৌধুরী বলেন, শুধু ধর্মচর্চা নয়, মানব কল্যাণে প্রভুর অনেক অবদান ছিল। আজ আমরা প্রভুর আদর্শ ও চিন্তাধারাকে সামনে রেখে ধর্মের সঙ্গে সেবামূলক কাজে ভক্তের সঙ্গে শিষ্যরাও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। বারইগ্রামের শ্রীশ্রী গোপালজিউ, শ্রীশ্রী রাধাবিনোদ জিউ ও শ্রীশ্রী রাধারমণ গোস্বামীজিউ আশ্রমের সঙ্গে অন্য আশ্রমের ভক্তবৃন্দ নানা সমস্যাকে সামনে রেখে ধর্মচর্চার পাশাপাশি মানবসেবায় নিজেদের সেবামূলক কাজ করে যাচ্ছে। তবে কেন্দ্রীয় কমিটি প্রভুর অন্যান্য আশ্রম কীভাবে চলছে এবং নানা খবরা-খবর নিতে সম্পর্ক অভিযান যাত্রার সূচনা করা হয়েঠে।
শিলং রাধারমণ সংঘের সভাপতি ও সম্পাদক শিলং সহ আশপাশ এলাকায় প্রভুপাদ শ্রীশ্রী রাধারমণ গোস্বামীজিউর অলৌকিক নানা প্রসঙ্গ সহ অনেক লীলা তুলে ধরেন। তাঁরা বলেন, আজ আমাদের আনন্দের দিন, কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে আমাদের ভ্রাতৃত্বের মিলন আমাদের আপ্লুত করেছে। আমরা এক প্রভুর সন্তান, এটা মেনে চলার জন্য বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে হবে।
কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার সম্পাদক কার্তিক পাল বলেন, এভাবে প্রতিটি আশ্রম ও সমিতির সঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পর্ক এবং আশ্রমে গুরুচর্চা দীক্ষা নিয়ে আলোচনা হবে। এতে আমাদের মধ্যে শক্তি আরও বৃদ্ধি পাবে।
আজকের আলোচনাসভায় ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কৌশিকরঞ্জন দেব, মিহিররঞ্জন পাল, অরূপ রায়। শিলং রাধারমণ সংঘের পক্ষে আলোচনায় অংশ নেন মনীন্দ্রকুমার পাল, পরিমল পাল, কাজল পাল, সঞ্জয় দে, পরিতোষ পাল, নীতিশ দাস, যুগ্ম সম্পাদক সিন্ধু দেব, গৌতম বৈদ্য, বিশ্বজিৎ দাস, শিবু দাস, সুস্মিতা দেব, স্বরূপা পাল, শ্রেয়া পাল সহ অনেকে।

## প্রিপেইড স্মার্ট মিটার প্রতিস্থাপনের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবিতে করিমগঞ্জে গণ-অবিবর্তন

করিমগঞ্জ (অসম), ২ জুলাই (হি.স.) : গ্রাহক স্বার্থ বিরোধী প্রিপেইড বিদ্যুৎ পরিমাপের স্মার্ট মিটার প্রতিস্থাপনের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার দাবিতে রবিবার করিমগঞ্জ মেইন রোডে সারদা বিবাহ ভবনে অল আসাম ইলেকট্রিসিটি কনজিউমারস অ্যাসোসিয়েশনের করিমগঞ্জ জেলা অভিবর্তন আহ্বায়ক কমিটি ডাকে এক গণ-অবিবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে। অভিবর্তনে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অল আসাম ইলেক্ট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের অসম রাজ্য কমিটির অন্যতম আহ্বায়ক হিল্লোল ভট্টাচার্য এবং অ্যাসোসিয়েশনের কাছাড় জেলা কোঅর্ডিনেশন কমিটির কো-চেয়ারম্যান নির্মলকুমার দাস।
বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বক্তারা বলেন, স্বাধীনতার পর দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন রেখে জনগণের ট্যাক্সের টাকায় গোটা দেশে পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়। ১৯৪৮ সালে গৃহীত বিদ্যুৎ আইনে উল্লেখ ছিল, 'নো প্রফিট নো লস' নীতির ভিত্তিতে এই পরিষেবাকে গোটা দেশের জনগণের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া হবে। তাই জনগণের ট্যাক্সের টাকা খরচ করে আজ যখন গোটা দেশে বিদ্যুতের পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে এবং দেশের জনগণের বিদ্যুতের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে, তখন দেশের কর্পোরেটরা এই ক্ষেত্রের বিতরণ ব্যবস্থায় ঢুকতে চাইছে তাঁদের মুনাফার লালসাকে চরিতার্থ করতে।
গত শতাব্দীর ৯০ এর দশকের সূচনায় কেন্দ্রীয় সরকার উদারীকরণ বিশ্বায়নের পথ ধরে হাঁটতে শুরু করে। তখন পরিষেবা ব্যবস্থাকে সরকার ধীরে ধীরে দুর্বল করে বেসরকারিকরণের দিকে ঠেলে দিতে, তখনই বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থায় কর্পোরেটরা প্রবেশের ছাড়পত্র পেতে উদ্দীব হয়ে ওঠে এবং এর ফলস্বরূপ বিদ্যুৎ সংশোধনী বিল ২০০৩ সংসদে গৃহীত হয়। এই বিল আইনে পরিণত হওয়ার পর বিদ্যুৎ উৎপাদনে কর্পোরেটদের ব্যাপকহারে অনুপ্রবেশ ঘটে এবং বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি হতে শুরু করে। বর্তমানে যেহেতু বিদ্যুতের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। তাই কর্পোরেটরা পূর্ববর্তী আইনে গ্রাহকদের স্বার্থ সংবলিত ধারাগুলো সম্পূর্ণ তুলে দিতে সরকারকে চাপ সৃষ্টি করছে। কর্পোরেটদের চাপে সংসদে বিদ্যুৎ সংশোধনী বিল ২০২২ উত্থাপিত হয়েছিল। যদিও এই বিলের অন্যতম ধারা 'প্রায়োর গ্যারান্টি অব রেভিনিউ'কে বেআইনিভাবে চাপিয়ে দিয়ে জনসাধারণকে লুণ্ঠনের লক্ষ্যে প্রিপেইড স্মার্ট মিটার ব্যবস্থা ইতিমধ্যে চালু করেছে।
২০২১ সালের কোভিড পরিস্থিতিতে গোটা দেশ যখন চরম সংকটের সম্মুখীন তখনই কেন্দ্রীয় সরকার একটি নোটিফিকেশন জারি করে প্রিপেইড স্মার্ট মিটার প্রতিস্থাপনের নির্দেশ জারি করে। অসম সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন এপিডিসিএল কর্তৃপক্ষ গ্রাহকদের সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে স্মার্ট মিটার প্রতিস্থাপন শুরু করে। কর্পোরেটদের স্বার্থে স্মার্ট মিটার চালু করে মানুষকে ক্রমান্বয়ে কালোবাজারের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে এবং বিদ্যুৎ পরিষেবাকে দ্রুত প্রাইভেট মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। বিদ্যুৎখণ্ডের বেসরকারিকরণ হলে একদিকে যেমন সাধারণ মানুষের কাছে তা দুর্লভ হবে অন্যদিকে হাজার হাজার কর্মচারী কর্মচ্যুত হবেন। গ্রাহক স্বার্থ বিরোধী প্রিপেইড স্মার্ট মিটার ব্যবস্থা প্রত্যাহার এবং প্রিপেইড স্মার্ট মিটার ব্যবস্থা বন্ধ করে পুনরায় পোস্টপেইড ব্যবস্থা পুনর্বহাল করতে হবে, প্রিপেইড স্মার্ট মিটার গ্রহণে অনিচ্ছুক গ্রাহকদের কোনও ধরনের হুমকি দেওয়া চলবে না। এছাড়া দিন ও রাতের মাশুল আলাদা করে ধার্য করা চলবে না এবং গ্রাহক স্বার্থ বিরোধী বিদ্যুৎ সংশোধনী বিল ২০২২ বাতিল করতে হবে বলে দাবি তুলেন তাঁরা।
অতিথিদের বক্তব্য শেষে অভিবর্তনের মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন সুজিতকুমার পাল এবং প্রস্তাবের সমর্থনে অভিবর্তনের আহ্বায়কদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন গৌতম চৌধুরী। তার পর কনভেনশনে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে মূল প্রস্তাবকে সমর্থন করে একে একে বক্তব্য রাখেন সুপ্রিয় দেব, অধ্যাপক নির্মলকুমার সরকার, নন্দনকুমার নাথ, জ্যোতিষ পুরকায়স্থ, করুণাময় শর্মা, রাহুল চক্রবর্তী, হরিকেশ ভট্টাচার্য, ফখর উদ্দিন, সুভাষ নন্দি প্রমুখ।
কনভেনশনে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তাব উত্থাপন করেন অরুণাংশু ভট্টাচার্য। সারা জেলা ব্যাপী সংগ্রাম কমিটি গড়ে তোলা এবং জায়গায় জায়গায় পথসভা, জনসভা ইত্যাদি ব্যাপকহারে সংগঠিত করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকলিপি প্রদান এবং ধরনা সংগঠিত করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। আন্দোলন কমিটিকে বৃহত্তর রূপ দিয়ে প্রতিবাদী আন্দোলন থেকে প্রতিরোধের স্তরে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয় আজকের গণ-কনভেনশনে।
সুনীতরঞ্জন দত্তকে সভাপতি, গৌতম চৌধুরী, বদরুল হক চৌধুরী, বাসুদেব সেন ও সুবীরবরণ রায়কে উপ-সভাপতি এবং সুজিতকুমার পালকে সম্পাদক করে ৩০ জনের এক শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয়।

## অসমের হাজোয় উদ্ধার বিপুল পরিমাণের মাদকদ্রব্য, গ্রেফতার দুই

হাজো (অসম), ২ জুলাই (হি.স.) : অসমের কামরূপ গ্রামীণ জেলার অন্তর্গত হাজোয় উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণের মাদকদ্রব্য। ড্রাগস ভরতি ১০০টি সাবান কেস উদ্ধার করেছে হাজো পুলিশ। এর সঙ্গে দুই মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
জানা গেছে, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কল্যাণ পাঠকের নেতৃত্বে পুলিশের এক দল অভিযান চালিয়ে একটি ফরচুনার গাড়িতে তালাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণের ড্রাগস উদ্ধার করেছে। ফরচুনারের দরজার গোপন খোপ তৈরি করে তাকে ড্রাগসগুলি লুকিয়া পাচার করা হচ্ছিল। উদ্ধারকৃত ড্রাগসগুলির বাজারমূল্য প্রায় চার লক্ষ টাকা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

## অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের মৃতদেহ

● আটের পাতার পর ময়না তদন্তের জন্য শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ। ঘটনা সম্পর্কে কাছাড় পুলিশ তদন্ত শুরু করলেও প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত উদ্ধারকৃত মৃত যুবকের পরিচয় পায়নি পুলিশ।

## সচেতনতার কর্মশালা

● আটের পাতার পর বৃদ্ধি করার পাশাপাশি নেশা সেবন থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান।প্রত্যেককে শরীর নিয়ে সচেতন থাকার কথা বলেন, ক্যান্সার রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার মূল কারণ হল ভয় ভয় কে রোগী জয় করতে হবে। শরীরে যে কোন ধরনের উপসর্গ দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। স্বাস্য শিবিরে রক্ত পরীক্ষা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যাবসা রা

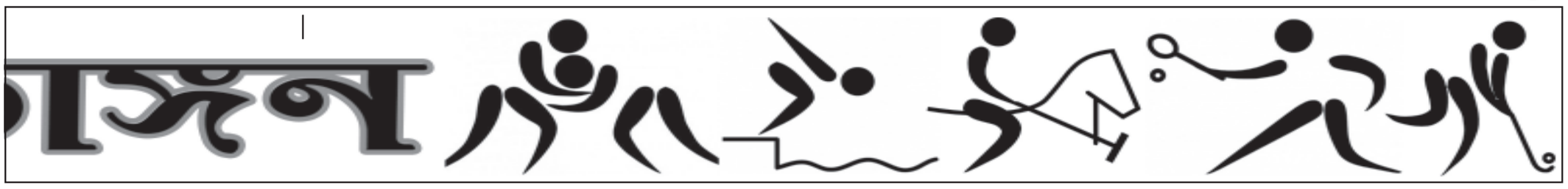

# জ্ঞান সমৃদ্ধ আলোচনায় টিএসজেসি-র বিশ্ব ক্রীড়া সাংবাদিক দিবস উদযাপিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই।। ক্রীড়া সাংবাদিকতার আধুনিকতা ও তার প্রয়োগ যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। আলোচকদের প্রত্যেকেই ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সাধুবাদ জানান ক্রীড়া আঙ্গিনায় বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ ধরনের একটা উদ্যোগকে বাস্তবায়ন করার জন্য। ক্রীড়া সাংবাদিকতার আধুনিকতা ও তার প্রয়োগ শুধুমাত্র পাঠককেই প্রভাবিত করে না, প্রত্যক্ষভাবে খেলোয়ারদের আর পরোক্ষভাবে সংগঠকদেরও যথেষ্ট ভাবে প্রভাবিত করে। আলোচনা চক্রে সংশ্লিষ্ট ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব বিশেষ করে প্রখ্যাত কোচ এবং সংগঠক বিমল কুমার রায় চৌধুরী, ক্লাবের সিনিয়র সদস্য তথা আজকের সেমিনারের মডারেটর মনিময় রায়, প্রাক্তন ক্রিকেটার ও বিশেষজ্ঞ অরুপ দেববর্মা, ক্রীড়া সংগঠক তনয় দাস, ভবতোষ দাস, প্রনব অখন্ড প্রমুখ আলোচনায় অংশ নিয়ে মিডিয়া জগতে ক্রীড়া সাংবাদিকতার আধুনিকতা ও তার প্রয়োগের কথা তুলে ধরেন। ২রা জুলাই বিশ্ব ক্রীড়া সাংবাদিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাব আয়োজিত এই আলোচনা চক্রে পৌরহিত্য করেন টি.এস.জে.সি সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী। এক সময় সীমিত পরিসরে ক্রীড়া সাংবাদিকতার সূচনা ঘটলেও ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের প্রেক্ষাপটে তা এখন মহীরূহ আকার ধারণ করেছে। ত্রিপুরায় মহিলা ফুটবলের গোড়াপত্তন, অলিম্পিক আসরে রাজ্যের ক্রীড়া সাংবাদিক সরযূ চক্রবর্তী উপস্থিত থেকে ''লাইভ কাভারেজ'' এবং প্রতিবেদন উপস্থাপন, ক্রীড়ার মানোন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে ব্যস্ততম ক্রীড়া সাংবাদিকতার পেশায় নিয়োজিত সত্ত্বেও ক্রীড়া পরিকাঠামোগত উন্নতির পরামর্শ প্রদান অবশ্যই ক্রীড়া সাংবাদিকতার আধুনিকতা ও তার প্রয়োগের অন্যতম নিদর্শন। আগামী প্রজন্মের ক্রীড়া সাংবাদিকরাও তা অনুসরণ করে এগিয়ে যাবে বলে প্রত্যেকের প্রত্যাশা। অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে ক্লাবের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন ক্লাব সচিব সুপ্রভাত দেবনাথ। বিষয়বস্তু নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন সিনিয়র সদস্য মনিময় রায়। সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পাশাপাশি বক্তাদের অনুপ্রেরণা মূলক বক্তৃতা আমাদের পাথেয় করে তুলবে বলে সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী ব্যক্ত করেন। আগামী দিনেও ক্লাবের বিভিন্ন কর্মসূচি জারি থাকবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। ক্রীড়া সংগঠক অরূপ রতন সাহা উপস্থিত প্রত্যেককে স্মারক উপহারে সম্মানিত করেন। আলোচনা চক্রে ক্লাবের সহ-সম্পাদক কোষাধ্যক্ষ উৎপল ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। ভাতৃপ্রতিম সাংবাদিক ও ক্রীড়া সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংগঠন থেকেও প্রতিনিধি ও সদস্যরা এই আলোচনা চক্রে উপস্থিত ছিলেন।

# শান্তির বাজারে চ্যালেঞ্জার ট্রফি শান্তর হাত ধরে ফাইনালে মুহুরিপুর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই।। শান্ত মজুমদারের অলরাউন্ড পারফরম্যান্স। আর তাতেই ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করলো মুহুরিপুর জনকল্যাণ সমিতি। পরাজিত হয়ে কসমোপলিটন ক্লাবকে এলিমেশন ম্যাচে খেলতে হবে ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত চ্যালেঞ্জার ট্রফি সিনিয়র ক্রিকেটের প্লে অফে। রবিবার বাইখোরা স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে মুহুরিপুর জনকল্যাণ সমিতি ১২৩ রানের বড় ব্যবধানে পরাজিত করে কসমোপলিটন ক্লাবকে। মুহুরিপুর জনকল্যাণ সমিতির গড়া ২৬৪ রানের জবাবে কসমোপলিটন ক্লাব ১৪১ রান করতে সক্ষম হয়। বিজয়ী দলের শান্ত মজুমদার প্রথম ব্যাট হাতে ১২৭ রান করার পর বল হাতে বিপক্ষের ৬ উইকেট তুলে নিয়ে দলকে ফাইনালে তুলতে মূখ্য ভূমিকা নেন।

রবিবার সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে মুহুরিপুর জনকল্যাণ সমিতি ৪৮.৩ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ২৬৪ রান করে। দলের পক্ষে ওপেনার শান্ত মজুমদার ১৩১ বল খেলে ১৪ টি বাউন্ডারি ও ৬ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১২৭, বিপ্লব দাস ৪১ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ৬ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬০, দ্বীপজয় দাস ৩০ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৭ এবং অভিজিৎ মিত্র ৯ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রান করেন।

দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২০ রান। কসমোপলিটন ক্লাবের পক্ষে অপূর্ব বিশ্বাস ৪৫ রান দিয়ে ৩ টি, প্রসেনজিৎ বিশ্বাস ২৪ রান দিয়ে ২টি, সম্রাট মজুমদার ৩৫ রান দিয়ে ২ টি এবং জনক রিয়াং ৪১ রান দিয়ে ২ টি উইকেট পেয়েছেন। জবাবে খেলতে নেমে কসমোপলিটন ক্লাব ১৪১ রান করতে সক্ষম হয়। কসমোপলিটনের ব্যাটসম্যানদের উপর কার্যত স্টিম রোলার চাপান শান্ত মজুমদার। শান্তর বিধ্বংসী বোলিংয়ে কুপোকাৎ হয়ে পড়ে কসমোপলিটন।

দলের পক্ষে দলনায়ক রাজদীপ দত্ত ২২ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ৯ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬১, অপূর্ব বিশ্বাস ২৩ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩১ এবং প্রসেনজিৎ বিশ্বাস ২১ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৩ রান। মুহুরিপুর জনকল্যাণ সমিতির পক্ষে শান্ত মজুমদার ১৬ রান দিয়ে ৬ টি এবং অভিজিৎ মিত্র ৩০ রান দিয়ে ৩ উইকেট পেয়েছেন।

# বিলোনিয়ায় সিনিয়র মহিলা ক্রিকেট শুরু আজ থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই।। সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটের আয়োজন হতে যাচ্ছে বিলোনিয়ায়। উদ্যোক্তা বিলোনিয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশন। খেলা হবে বিদ্যাপীঠ গ্রাউন্ডে। তিনটি দল ইতোমধ্যে খেলবে বলে নাম নথিভুক্ত করেছে এবং এই তিনটি দলের মধ্যেই ডাবল লীগ পদ্ধতিতে খেলা অনুষ্ঠিত হবে। এরপর সেরা দুটি দলকে নিয়ে হবে ফাইনাল ম্যাচ। উল্লেখ্য বিলোনিয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সিনিয়র মহিলা ক্রিকেট টুর্নামেন্টে টি-টোয়েন্টি আসরে সোনাপুর দ্বাদশ শ্রেণি স্কুলের দুটি দল এ ও বি নামে খেলবে। তৃতীয় দলটি হল রাধানগর দ্বাদশ শ্রেণী স্কুল দল। আগামীকাল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে সোনাপুর দ্বাদশ শ্রেণী স্কুল এ দল খেলবে সোনাপুর দ্বাদশ শ্রেণী স্কুল বি দলের বিরুদ্ধে। রাধানগর দ্বাদশ শ্রেণী স্কুলের প্রথম ম্যাচ ৪ জুলাই, মঙ্গলবার সোনাপুর দ্বাদশ শ্রেণী স্কুল এ দলের বিরুদ্ধে। লীগ পর্যায়ের খেলা শেষ হবে ৮ জুলাই। লীগ পর্যায়ের খেলা শেষে একদিন বিরতির পর ১০ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ। বিলোনিয়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সচিব ক্রীড়া সূচি ঘোষণা করেছেন।

# সি-ডিভিশন : ওরিয়েন্টালকে হারিয়ে সুপারের আশা জিইয়ে জম্পুইজলার

জম্পুইজলা-৪ ওরিয়েন্টাল ক্লাব-০

(দীপু-২,সুখদয়াল,কুংকাইমনি)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই।। দ্বিতীয় জয় পেলো জম্পুইজলা পি সি। আর ওই জয়ে আশায় থাকলো সুপারে যাওয়ার। তবে বেশ কিছু 'কিন্তু-র' উপর নির্ভর করবে জম্পুইজলার ভাগ্য। রবিবার নিজেদের চতুর্থ ম্যাচ বিলোনিয়ার ওরিয়েন্টাল ক্লাবকে কার্যত বিধ্বস্ত করলো সুবোধ দেববর্মার জম্পুইজলা। ফলাফল ৪-০। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত তৃতীয় ডিভিশন লিগ ফুটবলে। অপরদিকে আত্মপ্রকাশে ৪ পয়েন্ট নিয়ে আসর শেষ করলো বিলোনিয়ার ওরিয়েন্টাল ক্লাব। আসরে ৫ ম্যাচ খেলে মাত্র ১ টি ম্যাচে জয় ও ১ টি ম্যাচে পয়েন্ট ভাগ করলেও নবাগত ওই দলের বেশ কয়েকজন ফুটবলার নজর কেড়ে নেন। সঠিক প্রশিক্ষণ পেলে ওই সব ফুটবলাররা আগামীদিনে ত্রিপুরার সম্পদ হয়ে উঠতে পারে আশা ফুটবল প্রেমীদের। এদিন ম্যাচের শুরু থেকেই পর্যাপ্ত প্রাধান্য নিয়ে খেলতে থাকেন জম্পুইজলার ফুটবলাররা। বল দখলের লড়াইয়েও ছিলো এগিয়ে। দক্ষতায় তেমন হেরফের না থাকলেও শক্তি এবং গতিতে ওরিয়েন্টাল ক্লাবের ফুটবলারদের পেছনে ফেলে দিয়েছিলেন জম্পুইজলার ফুটবলাররা।

শুরু থেকে প্রাধান্য নিয়ে খেললেও প্রথম গোল পেতে জম্পুইজলাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে ৩১ মিনিট। প্রায় মাঝমাঠ থেকে একক দক্ষতায় বিপক্ষের বক্সে ঢুকে গোল করেন দীপু দেববর্মা। গোল পেতেই মাক্রমণের গতি আরও বাড়িয়ে দেন সুবোধ দেববর্মার ছেলেরা। ৫২ মিনিটে নিজের এবং দলের পক্ষে দ্বিতীয় গোলটি করেন দীপু দেববর্মা। ৬৯ মিনিটে সুখদয়াল জমাতিয়া এবং ৭৪ মিনিটে ওরিয়েন্টাল ক্লাবের জালে শেষবার বল পাঠান কুইকাইমনি কলই।

ব্যাবধান বাড়ানোর আরও সুযোগ পেয়েচিলো জম্পুইজলা। আক্রমণভাগের ফুটবলারদের ব্যর্থতায় তা হয়নি। রেফারি শিবজ্যোতি চক্রবর্তী লাল কার্ড দেখান বিজীত দলের সামাই জমাতিয়াকে। এছাড়া হলুদ কার্ড দেখান বিজয়ী দলের রবীন্দ্র দেববর্মাকে।

*সি-ডিভিশন লিগ : এ-গ্রুপ*

| দল | ম্যা: | জ: | ড্র: | প: | গোল | প: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| আরসিসি | ৪ | ২ | ২ | ০ | ৮-৫ | ৮ |
| আনন্দ ভবন | ৪ | ২ | ১ | ১ | ১০-৬ | ৭ |
| জম্পুইজলা | ৪ | ২ | ১ | ১ | ৮-৪ | ৭ |
| ইকফাই | ৫ | ২ | ১ | ২ | ৬-১০ | ৭ |
| ওরিয়েন্টাল | ৫ | ১ | ১ | ৩ | ৭-১০ | ৪ |
| সাই স্যাগ | ৪ | ০ | ২ | ২ | ৩-৭ | ২ |

# উত্তর জেলায় ১৯ সদস্যের খো-খো কমিটি গঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই।। গঠিত হলো উত্তর জেলা খো খো কমিটি। রবিবার। মহকুমার রাজবাড়ি নবযোগ সঙ্ঘে এদিন জেলার কমিটি গঠনের জন্য হয় সভা। সঙ্ঘের সিনিয়র সদস্য ইন্দ্রজিৎ পাল-এর সভাপতিত্বে। সভায় ধর্মনগরের পাশাপাশি কৈলাসহর এবং কাঞ্চনপুর মহকুমা থেকে প্রতিনিধিরা অংশ নেন। শেষে ১৯ সদস্যের জেলার কমিটি গঠন করা হয়।

নবগঠিত কমিটির সভাপতি কাজল দাস, সহ সভাপতি সুপ্রিয় সিনহা, মালতি মল্লিক, শঙ্কর বসু, সচিব জয়ন্ত পাল, যুগ্ম সচিব রসময় খিসা, পিযুষ নাথ এবং কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন রূপম পাল। কমিটি গঠনর পরই জেলার ওই ইভেন্টের উন্নতি কী করে করা যায় তা নিয়ে হয় আলোচনা। রাজ্য অলিম্পিক সংস্থা থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত মিনতি পাল বিভিন্ন জেলায় ঘুরে অত্যন্ত দক্ষতায় জেলা কমিটি গঠন করে চলছেন। জানা গেছে, ইতিমধ্যে ৭ জেলার কমিটি গঠন হয়ে গেছে।

# অনিবার্য কারণে জম্পুইজলার ম্যাচ একদিন পিছিয়ে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই।। অনিবার্য কারণেই আগামীকালের খেলা একদিন পিছানো হয়েছে। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সি-ডিভিশন লিগ ফুটবলের খেলা এখন অন্তিম পর্যায়ে। পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী ১৮ জুনের বৃষ্টি বিঘ্নিত স্থগিত জম্পুইজলা প্লে সেন্টার বনাম এন এস আরসিসি-র ম্যাচটি তিন জুলাই সোমবার অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল বলে লীগ কমিটি থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল। জম্পুইজলা প্লে সেন্টার আজ, রবিবার বিকেলে ম্যাচ খেলেছে ওরিয়েন্টাল ফুটবল ক্লাবের বিরুদ্ধে। অন্ততপক্ষে একদিনও বিরতি না দিয়ে আগামীকালই ফের ম্যাচের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করে লীগ কমিটির পক্ষ থেকে একদিন পিছিয়ে এনএস আরসিসি বনাম জম্পুই ডলার ম্যাচটি ৪ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে বলে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, সাই স্যাগ বনাম আনন্দ ভবনের স্থগিত ম্যাচটি ৫ জুলাই বুধবার সকাল আটটায় অনুষ্ঠিত হবে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

# ভগবানের নামে চাঁদা তুলে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করছে ইসকন, অভিযোগ স্বজনহারাদের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই।।** কুমারঘাটে ইসকন আয়োজিত সেই উল্টো রথের মর্মান্তিক ঘটনার কালো দিনের ছবি আজো জীবন্ত কুমারঘাটবাসীর চোখে। ঘটনাস্থলের চারপাশে এখনো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সেইসব অভিশপ্ত কাহিনির স্মৃতিচিহ্নগুলো।এলাকার দিকে দিকে আজ শুধু স্বজন হারাদের আর্ত চিৎকার।জগন্নাথের নামে চুটিয়ে ব্যাবসা চালাচ্ছে ইসকন। বললো সদ্য নাতনি হারানো এক ঠাকুমা।"ভক্তদের ঘাড়ে ঘটনার দায় চাপালো কুমারঘাট ইসকনের এক সাধুবাবা।"ইসকনের রথে গিয়েই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে সেদিন রাজপথে আগুনের লেলিহান শিখায় সবার চোখের সামনেই পুড়ে ছাই হয়েছিলো একসাথে ছয়টি প্রান। আহত হয়েছিলেন সতেরো জনেরও বেশি জগন্নাথের ভক্ত। পরে চিকৎসাধিন অবস্থায় মৃত্যু হয় আরো একজনের। এই ঘটনায় সাথে সাথেই ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়িয়ে মানবিক মুখ দেখিয়েছে রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলোএতোবড়ো কাণ্ড ঘটলেও এখনো চুপ জগন্নাথের তথাকথিত এজেন্টরা।"

সনাতন ধর্মে যেখানে কথিত আছে রথ হবে ধাতব বস্তু বিহিন নিম কাঠের তৈরী সেখানে পুরানো রিতিকে একপ্রকার উনুনে ফেলে আধুনিকতার ছোয়া লাগিয়ে সম্পূর্ন লোহার রথ তৈরী করে এখন সাধারন মানুষের প্রশ্নের মুখে ধর্মের দোকান চালানো স্ব-ঘোষিত ভগবানরা। পুরানে কথিত আছে যেইপথে জগন্নাথ দেব বলরাম এবং সুভদ্রাকে নিয়ে মাসির বাড়ীতে যাবেন ঠিক একই পথে ফিরবেন নিজের বাড়ীতে। কিন্তু কুমারঘাটে সেই রিতিকেও ঝেড়ে ফেলে দিয়ে উল্টো রথের দিন রাস্তা পরিবর্তন করে নিয়েছিলো ধর্মের ব্যাপারীরা। ইসকনের এসব কাণ্ডে প্রকাশ্যেই ধিক্কার জানাচ্ছেন কুমারঘাটের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ। ঘটনায় ইসকনকে দায়ী করে তাদের শাস্তির দাবী করলেন প্রতিবাদী জনতা।

স্থানীয় বাসিন্দা।ঘটনায় স্বজন হারানোর শোক এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেননি সেখানকার লোকেরা। তাই এলাকার দিকে দিকে আজো শুধু নিহতদের প্রিয়জনের আর্ত চিৎকার। সদ্য ছয় বছরের ছেলে হারানো এক পিতা বললেন এই রথ কলঙ্কিত রথ। লোহার বদলে নিয়ম মেনে কাঠের রথ তৈরী হলে হয়তো এমনটা হতোনা। ইসকনের ভূলেই আজ ছেলের মুখাগ্নি করতে হলো আমাকে। এদের কঠোর শাস্তি চাই।

এদিকে ফুটফুটে নাতনি হারানোর শোকে ইসকনের বিরুদ্ধে বিষ্ফোরক মন্তব্য এক বৃদ্ধার। তার অভিযোগ ভগবানের নামে চাঁদা তুলে কোটি কোটি টাকার ব্যাবসা করছে টিক্কিধারীরা। জগন্নাথের এজেন্টকে দেখলেই তাদের টিক্কি টেনে ছিড়বো, হাতের কাছে পেলে বেদম কেলাবো। তাদের ভূলেই আজ এই পরিনতি। প্রকাশ্যেই ইসকনের বিরুদ্ধে এমন বোমা ফাটালেন ঐ শোকাতুর বৃদ্ধা।

প্রশাসনের আনুমতিও ছিলোনা এই পথে রথ যাবার। পুলিশ বাধা দিলে তা মানেনি রথের আয়োজকরা। ঘটনায় মামলা হাতে নেওয়া হয়েছে। বললেন কুমারঘাট থানার ওসি। কিন্তু পুলিশ কেনো পারলোনা অনুমতি ছাড়া বের হওয়া রথকে সর্বশক্তি দিয়ে হলেও আটকাতে? নেই তার উত্তর।

এতোবড়ো ঘটনার পর এখনো আহত এবং নিহতদের পাশে নেই ইসকন। কেন পাশে নেই? কেন প্রশাসনের অনুমতি নেওয়া হয়নি?কেনই বা নিয়ম ভেঙে লোহার রথ তৈরী করা হলো?কুমারঘাটের ইসকন মন্দীরে সার্জিকেল স্ট্রাইক চালানো রাজ্যের সবকটি মিডিয়ার প্রশ্নের জবাবে কার্যত দায়সারা বক্তব্যের মাঝে ভক্তদের ঘাড়ে ঘটনার দায় চাপালেন জগন্নাথের এজেন্ট। তিনি বললেন ভক্তরা রথ নিয়েগেছে, আমরা যেতে চাইনি। এটা ভক্ত কমিটির সিদ্ধান্ত মতোই হয়েছে।শুনুন ইসকনের এক চেলার সেই বক্তব্য।

# মালদার সভা থেকে একযোগে কংগ্রেস—বিজেপিকে আক্রমণ অভিষেকের

বহরমপুর, ২ জুলাই (হি.স.): মালদার সভা থেকে কংগ্রেস—বিজেপিকে তুলোধনা করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারে জেলার সুজাপুর থেকে সরাসরি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরীকে আক্রমণ করলেন অভিষেক। বিজেপির সঙ্গে তলায় তলায় হাত মিলিয়ে চলছে অধীর চৌধুরী বলে অভিযোগ করেন তিনি। এমনকী মালদার কংগ্রেস সাংসদ আবু হাসেম খান চৌধুরীকেও নিশানা করে ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ।

আজ, দুপুরে সুজাপুরের মাটি থেকে কংগ্রেস—বিজেপিকে এক আসনে দাঁড় করিয়ে দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই তিনি বলেন, 'অধীর চৌধুরী এখন অমিত শাহের পুলিশ নিয়ে চলে। দিদির পুলিশের উপর ভরসা নেই। দাদার পুলিশের উপর ভরসা আছে। উনি তো তথাকথিত রবিনহুড নেতা। অধীর চৌধুরীকে একটা সাংবাদিক বৈঠক করে বিজেপির বিরোধিতা করতে দেখেছেন? মোদী---শাহকে আক্রমণ করেছেন। রান্নার গ্যাসের দাম নিয়ে কিছু বলতে শুনেছেন?'

অধীর চৌধুরী এইসব ইস্যুতে রাস্তায় মুখ খোলেননি। এমনকী সংসদেও বিদ্রোহ করতে দেখা যায়নি। এই কথাই আজ সুজাপুরের মানুষের সামনে তুলে ধরলেন তিনি।

এদিকে পাটনায় বিরোধীদের একটা বৈঠক হয়ে গিয়েছে। আর একটা বৈঠক জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে হবে। এই আবহে অভিষেক আজ বলেন, 'রাহুল গান্ধী পাটনায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে বসে বলছেন একসঙ্গে লড়াই করবেন। আর বাংলার দুই কংগ্রেস সাংসদ বরাবর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করে যাচ্ছেন। দু'জন কংগ্রেসের সাংসদ রয়েছে। একদিনের জন্য অধীর চৌধুরী, আবু হাসেম খান চৌধুরীরা বিজেপির বিরুদ্ধে বৈঠক করেননি। আর এখানে রোজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গালাগাল করছেন।

এদিন সিপিএমকে আক্রমণ করেন তিনি।বলেন মহম্মদ সেলিম, বিমান বসুরা কখনও বিজেপির বিরুদ্ধে কথা বলেছেন? বিজেপিকে দেখেছেন কখনও অধীর চৌধুরীর বিরুদ্ধে কথা বলতে। আসলে বিজেপির সবথেকে বড় এজেন্ট অধীর চৌধুরী।'

## মথা ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন ১০৯ জন ভোটার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই।।** তিপ্রামথা দলের প্রতি মোহ ভঙ্গ হয়ে জনজাতিরা ধীরে ধীরে ভারতীয় জনতা পার্টির গেরুয়া পতাকা তলে সামিল হচ্ছে। রবিবার হদ্রাই কমিউনিটি হলের যোগদান সভা এমনটাই ইঙ্গিত বহন করে। রবিবার তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত হদ্রাই এলাকায় হদ্রাই কমিউনিটি হলে এক যোগদান সভা হয়। রবিবারের এই যোগদান সভাতে ৪২ পরিবারের ১০৯ জন ভোটার বিজেপি দলে যোগদান করে। নবাগতদের দলে গেরুয়া পতাকা দিয়ে বরন করে নেন বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায়। তাছাড়া এদিনের এই যোগদান সভাতে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়ার বিজেপি নেতৃত্ব নিতীন কুমার সাহা, নন্দন রায় সহ অন্যান্যরা নেতৃত্ব। এদিনের এই যোগদান সভাতে উপস্থিত থেকে বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায় বলেন, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের জনজাতিদের মধ্যে এখন একটা আওয়াজ উঠেছে, যারা ভারতীয় জনতা পার্টির দলের বাইরে রয়েছে তারা ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করবে। জনজাতিরা বুঝতে পারছে গ্রেটার তিপ্রা ল্যান্ড কখনোই ত্রিপুরা রাজ্যে সম্ভব নয়। তাছাড়া তিপ্রা মথা"র সুপ্রিমো এখন নিজেও গ্রেটার তিপ্রা ল্যান্ডের কথা বলেন না। এখন উনার মুখে শোনা যায়, সংবিধানিকভাবে জনজাতিদের উন্নয়ন। আর তা কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার কখনোই অস্বীকার করে না।

# বৃষ্টিতে জলমগ্ন শ্রীলংকা বস্তির বিস্তীর্ণ এলাকা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই।।** গতকাল বিকাল ও রাতে ভারি বৃষ্টি হওয়ার ফলে হাওয়া নদী জল বৃদ্ধি হওয়ার ফলে সাউথ চন্দ্রপুর শ্রীলঙ্কা বস্তির এলাকার বেশ কয়েকটি পরিবারের ঘরবাড়ি জল অপ্লাবিত হয়েছে।শনিবার বিকেলে ও রাতে ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে হাওড়া নদীতে জলস্ফিতি দেখা দিয়েছে। চন্দ্রপুর বলদাখাল রোড এবং শ্রীলংকা বস্তি এলাকায় জল প্লাবিত হয়ে বেশ কিছু পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঘরে জল প্রবেশ করায় চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে পরিবার গুলিকে। রাত দশটা নাগাদ ঐসব এলাকা জল প্লাবিত হয়।

সারারাত জলের মধ্যেই তাদেরকে কাটাতে হয়েছে।

অবশ্য বৃষ্টিপাত কমে যাওয়ায় জল ধীরে ধীরে নামতে শুরু করেছে। ও এলাকায় ফসলেরও ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে।

আবারো বৃষ্টিপাত হলে ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়তে পারে বিস্তীর্ণ এলাকা। প্রশাসন সার্বিক পরিস্থিতির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে।

# ডম্বুরনগরে রাস্তার বেহাল অবস্থা, হেলদোল নেই প্রশাসনের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই।।** ডুম্বুর নগর ব্লকের অন্তর্গত নারায়ণপুর এডিসি ভিলেজের জয়কিশোর প্রধান পাড়া বেহাল রাস্তা সংস্কারে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন এলাকাবাসী। অন্যতায় তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হওয়ার হুমকি দিয়েছেন। ধলাই জেলার প্রত্যন্ত গন্ডাছড়া মহকুমার ডুম্বুর নগর ব্লকের অন্তর্গত নারায়ণপুর এডিসি ভিলেজের জয়কিশোর প্রধান পাড়া। এটি ভিলেজ এলাকার মধ্যে সবচেয়ে পুরানো একটি পাড়া। এরপরও পাড়ার মানুষ এখনো ভালো রাস্তা ঘাট থেকে বঞ্চিত। অথচ পাড়াটি গন্ডাছড়া মহকুমা সদর থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে। এলাকাবাসীরা জানিয়েছেন জয়কিশোর প্রধান পাড়া হইতে মোহিনী পাড়ার রাস্তাটির দীর্ঘ বছর ধরে বেহাল অবস্থা। রাস্তা সংস্কারের জন্য দুই পাড়ার জাতি জনজাতি সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষজনেরা পঞ্চায়েতে, এমনকি ব্লক কর্তৃপক্ষের নিকট বেশ কয়েকবার দাবি জানিয়েছিলেন। কিন্তু কোন কাজ হয়নি। বর্তমানে বর্ষার সময় রাস্তার অবস্থা আরো মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। বেহাল রাস্তা ধরে যানবাহন যাতায়াতে অসুবিধা হচ্ছে।

কোন কোন যানবাহন চালকরা বেহাল এই রাস্তা ধরে যাতায়াত করতে চাইছে না। যদিও হাতে গোনা দুই একটি যানবাহন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে দেখা যায়। রাস্তার বেহাল দশার কারনে অসুস্থ রোগী থেকে শুরু করে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা চলাফেরা করতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। শুধু তাই নয়, সরকারি ঘর প্রাপক"রা ইট, বালি, সিমেন্ট, রড প্রভৃতি সামগ্রী নিয়ে যেতে পারছে না। যার ফলে বেনি ফিসারিগন ঘর পেয়েও ঘর তুলতে পারছে না। অন্যদিকে, ব্লক কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঘরের কাজ শেষ করতে চাপ দিচ্ছে। এমতাবস্থায় ঘর প্রাপকরা পড়েছে মহা বিপদে। এলাকাবাসীরা জানিয়েছেন অতি দ্রুত রাস্তা সংস্কার করা না হলে আগামী দিনে পাড়ার মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে গন্ডাছড়া রইস্যাবাড়ি রাস্তায় পথ অবরোধে বসবে। এখন দেখার প্রশাসন রাস্তা সংস্কারে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করে কিনা তার দিকে তাকিয়ে আছে গোটা পাড়ার সাধারণ মানুষ।

*রবিবার দুর্গাচৌমুহনী বাজার এলাকায় ট্রাফিক সচেতনতার উপর এক কর্মশালা আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।*

## বিলোনীয়ায় ক্যান্সার সচেতনতার কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২ জুলাই।। আজ জেনারেল হেলথ ও ক্যান্সার সচেতনতা কর্মশালা ও স্বাস্যশিবির অনুষ্ঠিত হয় দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা এমপ্লয়েজ রিক্রেয়াশন ক্লাবের উদ্যোগে। এই কর্মশালটি আয়োজিত হয় রবিবার বেলা ১১ টায় বিলোনিয়া সার্কিট হাউসে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে এই দিনের আয়োজিত কর্মশালার সুচনা হয়, অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ জেলার জেলা শাসক সাজু ওয়াহিদ এ, বিলোনিয়া অতিরিক্ত মহকুমা শাসক আশিষ বিশ্বাস, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিহির লাল দাস, জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি বিভীষণ চন্দ্র দাস সহ অন্যান্য অতিথিগন , আয়োজিত কর্মশালায় আগরতলা থেকে আসা আই এল এস হাসপাতালের চিকিৎসক ডাক্তার কে বৈদ্য, ক্যান্সার রোগ নিয়ে সচেতনতা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## মত বিনিময় সভায় বামুটিয়ার বিধায়ক নয়ন সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই।। রবিবার ৩ নং বামুটিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত হরেন্দ্রনগর বাজার বস্তি এলাকায় সিপিআইএম কংগ্রেস বিরোধী জোট অর্থাৎ সিপিআইএম বিধায়ক নয়ন সরকারের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয় এক মত বিনিময় সভা।এই মত বিনিময় সভায় বিধায়ক নয়ন সরকার,স্থানীয় সিপিআইএম নেতৃত্ব সহ এলাকার সিপিআইএম কর্মী সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন।এই মত বিনিময় সভায় বিধায়ক সহ অন্যান্য নেতৃত্ব আলোচনা করেন উক্ত এলাকার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে।এবং বিধায়ক নয়ন সরকার উনার আলোচনায় বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন পাশাপাশি জনগনর বিভিন্ন দাবি নিয়ে অবগত হন এবং সেই দাবি গুলি গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হবে বলেন জানান।সদ্য সমাপ্ত ২০২৩ ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনের পর মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে বিধায়কের জনগনের সঙ্গে এই যোগা সূত্রে এলাকার জনগন খুশি ব্যাক্ত করেন। বামুটিয়া বিধানসভার যুব বিধায়ক নয়ন সরকার নিজেও আনন্দিত বলে জানান এবং জনগনের বিভিন্ন দাবি গুলি সরকারের সামনে তুলে ধরবেন রাজ্য সরকার নিকট বলে আশ্বাস দেন।

## রাজ্যে এলেন জনজাতি মোর্চার জাতীয় সভাপতি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই।।** রবিবার সকালে রাজ্য সফরে এসেছেন এস টি মোর্চার জাতীয় সভাপতি সাংসদ সমীর ওরাং। আগরতলা বীর বিক্রম মানিক্য বিমানবন্দরে জাতীয় সভাপতি কে প্রশ্ন সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন রাজ্যের উপজাতির কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এমডিসি ভূমিকা রিয়াং এমডিসি বিদ্যুৎ দেববর্মা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। রাজ্য সফরকালে এসটি মোর্চার জাতীয় সভাপতি রাজ্যের সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করবেন।

## জগদলপুর: চার মাস ধরে বেতন পাননি নার্সিং স্কুলের কর্মচারীরা

জগদলপুর, ২ জুলাই (হি. স.) : ছত্তিশগড়ের জগদলপুরে সরকারি স্কুল অফ নার্সিংয়ের কর্মচারীরা মার্চ মাস থেকে বেতন পাননি। এই অবস্থায় আর্থিক ও মানসিক সমস্যায় পড়েছেন কর্মচারীরা।

স্বাস্থ্য অধিদফতর থেকে বেতনের বাজেট প্রকাশে লাগাতার বিলম্ব হচ্ছে। এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র জগদলপুর থেকে অধিদফতরে একাধিকবার চিঠি দেওয়া হলেও বেতনের বাজেট প্রকাশ করা হচ্ছে না। কর্মচারীরা অধিদফতরের কর্মকর্তাদের কাছে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রেখে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের বেতন দিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন, যাতে তারা মানসিক ও আর্থিক সমস্যা থেকে মুক্ত হতে পারে।

## শিলচর বাইপাসে উদ্ধার অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের মৃতদেহ

শিলচর (অসম), ২ জুলাই (হি.স.) : শিলচর বাইপাসে উদ্ধার হয়েছে অজ্ঞাতপরিচয় এক যুবকের মৃতদেহ। মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে কাশিপুর সোনাবাড়িঘাট বাইপাসের বাদ্রিপার এলাকায়। উদ্ধারকৃত যুবকের মৃতদেহের গলায় গামছা প্যাঁচানো রয়েছে, এতে তাকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

আজ রবিবার সকালে লাশ উদ্ধারের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় রংপুর পুলিশ। এর পর প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে লাশের প্রাথমিক এনকুয়েস্ট করে তাকে উদ্ধার করে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# কয়েকটি স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবা বৃদ্ধি উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের

গুয়াহাটি, ২ জুলাই (হি.স.) : যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করতে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে কয়েকটি স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবা বৃদ্ধি ও পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

স্পেশাল ট্রেনগুলির পরিষেবা উভয় পথেই বৃদ্ধি করা হবে এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে বিভিন্ন শহরে চলাচল করবে।

স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবা বৃদ্ধি সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য দিয়ে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে জানান, ০৭০৪৬ নম্বর সেকেন্দ্রাবাদ-ডিব্রুগড় স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবা ৩ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হবে। পাঁচটি ট্রিপের জন্য প্রত্যেক সোমবার সেকেন্দ্রাবাদ থেকে রওয়ানা দিয়ে ডিব্রুগড় পৌঁছবে। একইভাবে ০৭০৪৭ নম্বর ডিব্রুগড়-সেকেন্দ্রাবাদ স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবা ৬ জুলাই থেকে ৩ আগস্ট পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হবে। এই ট্রেন পাঁচটি ট্রিপের জন্য প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ডিব্রুগড় থেকে রওয়ানা দিয়ে সেকেন্দ্রাবাদ পৌঁছবে।

স্পেশাল ট্রেনগুলি উভয় পথে যাত্রা করার সময় শিমলুগুড়ি, ডিমাপুর, লামডিং, গোয়ালপাড়া টাউন, আলিপুরদুয়ার, নিউ জলপাইগুড়ি, রামপুরহাট, খড়গপুর, ভুবনেশ্বর, বিশাখাপট্টনম ও বিজয়ওয়াড়া হয়ে চলাচল করে গন্তব্যস্থলে পৌঁছবে।

তিনি আরও জানান, ০৯৫২৫ নম্বর ওখা-নাহরলগুন সামার স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবা ৪ জুলাই থেকে ২৯ আগস্ট পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হবে। নয়টি ট্রিপের জন্য প্রত্যেক মঙ্গলবার ওখা থেকে রওয়ানা দিয়ে নাহরলগুন পৌঁছবে এই ট্রেন। একইভাবে ০৯৫২৬ নম্বর নাহরলগুন-ওখা সামার স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবা ৮ জুলাই থেকে ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হবে। নয়টি ট্রিপের জন্য প্রত্যেক শনিবার নাহরলগুন থেকে রওয়ানা দিয়ে এই ট্রেন ওখা পৌঁছবে। এই স্পেশাল ট্রেনগুলি উভয় পথে যাত্রা করার সময় হারমতি ও রাঙাপাড়া নর্থ হয়ে চলাচল করে গন্তব্যস্থলে পৌঁছবে।

এভাবে ০৮০৪৭ নম্বর সাঁতরাগাছি-গুয়াহাটি উৎসব সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবা ৭ জুলাই থেকে ২৮ জুলাই পর্যন্ত প্রত্যেক শুক্রবার চলাচলের জন্য আরও চারটি ট্রিপের জন্য বৃদ্ধি করা হবে। একইভাবে ০৮০৪৮ নম্বর গুয়াহাটি-সাঁতরাগাছি উৎসব সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবা গুয়াহাটি থেকে সাতঁরাগাছি পর্যন্ত ৮ জুলাই থেকে ২৯ জুলাই পর্যন্ত প্রত্যেক শনিবার চলাচলের জন্য আরও চারটি ট্রিপের জন্য বৃদ্ধি করা হবে। দুটি ট্রেনই গোয়ালপাড়া টাউন, নিউ বঙাইগাঁও, নিউ জলপাইগুড়ি, কিষাণগঞ্জ, মালদা টাউন ও বর্ধমান হয়ে চলাচল করে গন্তব্যস্থলে পৌঁছবে।

এই ট্রেন গুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন খবরের কাগজ ও উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে ও অধিসূচিত করা হয়েছে।

যাত্রার করার আগে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানিয়েছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।